সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক সর্বোত্তম Text Book
JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

লেখক পরিচিতি

নাট্যকার	সিকান্দার আবু জাফর।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম** : ১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। **পিতা** : সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী। **পিতৃব্য** : সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী (কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার)।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক** : ম্যাট্রিক (১৯৩৬), তালা বি. দে ইন্সটিটিউশন, তৎকালীন খুলনা (বর্তমান সাতক্ষীরা)। **উচ্চ মাধ্যমিক** : বিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), কলকাতা।
কর্মজীবন/পেশা	কলকাতার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে (১৯৩৯) পেশাগত জীবন শুরু করেন। **চাকরি** : রেডিও পাকিস্তান। **সাংবাদিক** : 'দৈনিক নবযুগ', সহযোগী সম্পাদক 'দৈনিক ইত্তেফাক'; প্রধান সম্পাদক 'দৈনিক মিল্লাত'; প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 'মাসিক সমকাল'।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৪, মরণোত্তর)।
জীবনাবসান	৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ ব. (১৯৬৮ খ্রি.), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)।
নাটক	শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫), মাকড়সা (১৯৬০)।
উপন্যাস	মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।
গল্পগ্রন্থ	মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।
কিশোর উপন্যাস	জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।
অনুবাদ	রুবাইয়াৎ : ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।
গান	মালব কৌশিক (১৯৬৯)। ✧ বিখ্যাত গান : আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই

ছন্দে ছন্দে সিকান্দার আবু জাফরের রচনাসমূহ

- **কাব্যগ্রন্থ** : তিমিরান্তিক অন্ধকার রাতে প্রসন্ন প্রহর যখন কবিতা পড়ছিল তখন বৃশ্চিক লগ্ন বৈরী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বললো বাংলা ছাড়ো।
- **নাটক** : মহাকবি আলাওল ও সিরাজউদ্দৌলা শকুন্ত উপাখ্যান পড়ার সময় মাকড়সা দেখে ভয় পেল।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিকান্দার আবু জাফরের পূর্ণ নাম– **সৈয়দ আল্ হাশেমী আবু জাফর মুহম্মদ বখ্ত সিকান্দার**।
- তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' হয়ে উঠেছিল– **তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র; পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম**।
- দেশভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের– **স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন**।
- প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই– **অগ্রবর্তী ছিলেন**।
- তিনি ছিলেন মুখ্যত একজন– **সাংবাদিক**।
- তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল– **কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায়**।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেন– **সিকান্দার আবু জাফর**।
- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা সিকান্দার আবু জাফর– **নাট্যকার হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন**।

নাটক
সিরাজউদ্দৌলা
অঙ্ক ৪টি
এবং
দৃশ্য ১২টি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য	
সময়	১৭৫৬ সাল ১৯ এ জুন।
স্থান	ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

তৃতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৬ সাল ১০ই অক্টোবর।
স্থান	ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

দ্বিতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৬ সাল তেসরা জুলাই।
স্থান	কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ১০ই মার্চ।
স্থান	নবাবের দরবার।

দ্বিতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ১৯এ মে।
স্থান	মিরজাফারের আবাস।

তৃতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ৯ই জুন।
স্থান	মিরনের আবাস।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ১০ই জুন থেকে ২১এ জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন।
স্থান	লুৎফুন্নিসার কক্ষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ২২এ জুন।
স্থান	পলাশিতে সিরাজের শিবির।

তৃতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ২৩এ জুন।
স্থান	পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।

চতুর্থ দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ২৫এ জুন।
স্থান	মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল ২৯এ জুন।
স্থান	মিরজাফরের দরবার।

দ্বিতীয় দৃশ্য	
সময়	১৭৫৭ সাল দোসরা জুলাই।
স্থান	জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মূল নাটক : সিরাজউদ্দৌলা

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা।

এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯ এ জুন।

প্রথম দৃশ্য

	১৭৫৬ সাল ১৯ এ জুন।
	ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।
	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিকচাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস।

... দুর্গ আক্রমণ করছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না ... নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ ... চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ...

: প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)

: তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিক্টরি অর ডেথ। (একজন প্রহরীর প্রবেশ)

: যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

: না, না।

: এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

: চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

: ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রাণ নেবে।

: হোয়াট? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

: ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিন্স পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

: কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

: উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।

: বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?

: ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফকল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

: কাপুরুষ, বেইমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)

: এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

: যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, সার্জন হলওয়েল?

: আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন : তাতে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন।

হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।

(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)

ক্লেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি।

(ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন।)

হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে) এই কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

জর্জ : ইয়েস, স্যার।

হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল : তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ : রাইট, স্যার।

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত, সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?

উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধহয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।

হলওয়েল : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।

উমিচাঁদ : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।

(জর্জের প্রবেশ)

জর্জ : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।

হলওয়েল : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন?

জর্জ : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুড়েছিল, কিন্তু তিনি আহত হননি।

উমিচাঁদ : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।

হলওয়েল : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধ ঘণ্টা আগেও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

উমিচাঁদ : ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হলওয়েল : উমিচাঁদ, এখন উপায়?

উমিচাঁদ : আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।

(আবার প্রচণ্ড গোলার আওয়াজ ভেসে এল)

হলওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।

(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ)

জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিককার ফটক ভেঙে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

হলওয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।

(জর্জ ছুটে গিয়ে একটি নিশান উড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ)।

মিরমর্দান : এই যে দুশমনরা এখানে থেকেই গুলি চালাচ্ছে।

হলওয়েল : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে-

মিরমর্দান : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?

মানিকচাঁদ : সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর।

মিরমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।

মানিকচাঁদ : তুমিও হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।

(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। সঙ্গে সসৈন্যে সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুর্নিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবারে ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন)।

সিরাজ : কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।

হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।

সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছ তাতে তোমাদের ওপর সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?

হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।

সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি, হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ত তবু কাউকে দিতেই হবে? বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই।

হলওয়েল : আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে-

সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিলে, তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।

সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(কুর্নিশ করে রায়দুর্লভের প্রস্থান)

সিরাজ : তোমরা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি!

সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এইসব অনাচার আমি সহ্য করব?

ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।

সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।

ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।

সিরাজ : বাদশাকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছ। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।

সিরাজ : আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছ? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্ব্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। উই হ্যাভ কাম টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইনটু পলিটিক্স। রাজনীতি আমরা কেন করব।

সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য কর? তোমরা কর লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কী করেছ? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছ। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?

হলওয়েল : ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।

সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?

ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না, ইওর এক্সিলেন্সি

সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশপাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আমি আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।

মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ (উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির) আর (মিরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিরমর্দান : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : হলওয়েল।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল)

[দৃশ্যান্তর]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দ্বিতীয় দৃশ্য

	১৭৫৬ সাল, তেসরা জুলাই।
	কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দালি।

...থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় ... সকলের চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ- ... সামান্য আসে। পরিধেয় বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় ... এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর ... দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং ... তরুণ ইংরেজ।)

: এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন, প্রয়োজনীয় সাহায্য-

: এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।

: কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।

: তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।

: লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

: আহার্য কোনো রকমে জোগাড় হবেই।

: কী করে হবে তাই বলুন না মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারেকাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

...প্যাট্রিক : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

: ধৈর্য ধরব আমরা কীসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।

: যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।

: যারা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।

: আমার হঠকারিতা?

: তা নয়ত কি? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ?

: সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।

: তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।

: আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।

: রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে) ওইতো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?

: (টেবিলে ঘুষি মেরে) দ্যাটস নান অব ইওর বিজনেস।

: অব কোর্স ইট ইজ।

...প্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কীসে?

: তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজারের কম নয় কারোরই। অথচ তোমরা কোম্পানির সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।

: ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।

: আমিও ঘুষ খাইনে।

: অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।

: তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনো ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।

: ফোর্ট উইলিয়াম?

ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনো আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।

মার্টিন : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না, মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।

ড্রেক : এত বড় স্পর্ধা? উইথড্র। হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। নাথিং শর্ট অফ অ্যান আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি উইল সেইভ ইউ। মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।

(জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)

ইংরেজ মহিলা : তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।

ড্রেক : উই আর ইন দ্যা কাউন্সিল সেশন, ম্যাডাম, এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।

ইংরেজ মহিলা : ড্যাম ইওর কাউন্সিল, প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।

ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।

ইংরেজ মহিলা : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।

ড্রেক : বাট ইউ সি-

ইংরেজ মহিলা : আই ডু নট সি অ্যালোন, ইউ ক্যান অলসো সি এভরি নাইট। এক প্রস্থ জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই আব্রু নেই। এনিবডি ক্যান সি দ্যাট পিটিএবল অ্যানাটমিক এক্সিবিশন। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান?

(হাতের ভিজে গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি, এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)

সৈনিক : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াট্‌স।

(প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াটস ঢুকল)

কিলপ্যাট্রিক : গড গ্র্যাসিয়াস

হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশে) গুড মর্নিং টু ইউ।

(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াট্‌স কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে চলে গেলেন)

ড্রেক : বল, খবর বল হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যে।

হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।

ড্রেক : কলকাতায় ফেরা যাবে?

হলওয়েল : না।

ওয়াটস : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : কী রকম ব্যবস্থা?

ওয়াটস : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপঢৌকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ড্রেক : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।

ড্রেক : তাহলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।

হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ড্রেক : হুররে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ওয়াটস : মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।

ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।

হ্যারি : আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ড্রেক : (উচ্চকণ্ঠে) পেশেন্স ইজ দ্যা কি ওয়ার্ড, ইয়াংম্যান।

হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মবিলাইজ করে দিয়েছে নাকি?

ড্রেক : যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিতে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।

ওয়াটস : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।

ড্রেক : বাট ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফ্রম মিলিটারি পয়েন্ট অব ভিউ। সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : দ্যাটস ট্রু। কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

হলওয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেব।

ড্রেক : অফকোর্স নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারের ভয়েই তা পারছে না।

(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল) উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।

সকলে : হোয়াট? এত তাড়াতাড়ি। (চরসহ প্রহরীর প্রবেশ। অভিবাদনান্তে ড্রেকের হাতে পত্র দিল আগন্তুক। ড্রেক ইঙ্গিত করতেই তারা আবার বেরিয়ে গেল।)

ড্রেক : (মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়তে লাগল)- আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। -মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্যে তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হইলে দুই চারি শত টাকা কম লইতেও আমার আপত্তি নাই। কোম্পানি আমার উপর ষোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পারেন। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি আপনাদেরই সমগোত্রীয়।' (চিঠি ভাঁজ করতে করতে)

এ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস ওমিচাদ।

হলওয়েল : কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।

ওয়াটস : ইভেন হোয়েন ইট ইজ টু কস্টলি।

ড্রেক : সেই তো মুস্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতেরো হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুইহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।

হলওয়েল : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

ড্রেক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি। (বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?

কিলপ্যাট্রিক : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।

হলওয়েল : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে।

(ড্রেকের প্রবেশ)

ড্রেক : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে।

ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাং খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।

ড্রেক : আগেভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

কিলপ্যাট্রিক : আই সেন্ড ইউ।

ওয়াটস : তা পাঠান। কিন্তু সন্ধে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?

ড্রেক : অর্ডারলি, বাত্তি লে আও।

হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক : নট সো ব্যাড আই হোপ।

(আর্দালি একটা বাতি রাখল)

ড্রেক : পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে

সমস্বরে : কোথায়? ফ্রম হুইচ সাইড?

নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুখানা, তিনখানা, চারখানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আর্দালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক : কোম্পানির জাহাজ? মাস্ট বি ফ্রম ম্যাড্রাস। লেট আস সেলিব্রেট। হিপ হিপ হুররে।

সমস্বরে : হুররে।

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল) [দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময়	১৭৫৬ সাল ১০ই অক্টোবর।
স্থান	ঘসেটি বেগমের বাড়ি।
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায়দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।

(প্রৌঢ়া বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তম্রকূট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশি অতিথির সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হলো। সকলের হাততালি।)

ঘসেটি : বসুন, উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ : না, না, সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজির নামটা-

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা।

(সকলের উচ্চহাসি)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

: জাহেদদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)

: (ঈষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাড়ির কাছে যেতে না যেতেই কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

: আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন, ওস্তাদজি।

: যায়সা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে এক্সপার্ট হাল। আপাতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাব। পক্ষীকুলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভও কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

: ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এল)

: উনি রাজি আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

: তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

: বহোত আচ্ছা, হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)

: তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?

: আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

: তাই হোক।

(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)

: বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

: আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

: সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাব তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

: শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

: এটা কোনো কথা হলো না। যিনি নবাব হবেন–

: আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

: বেশ, আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

: সে আবার কী কথা?

: আপনারা তর্কের ভেতর যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।

: কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলি বলছি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। আয়েস গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।

: ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেন কুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

: আমি তা বলছিনে। তা ছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

: ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?

জগৎশেঠ : না, না, আমি নগদ টাকা চাইছিনে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেব, অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র। (পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণসমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ : বহোত খুব।

উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটি : আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ : অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলা নবাবিতে নির্বিঘ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রাহুগ্রস্ত হবে।

ঘসেটি : সিরাজ সম্বন্ধে উমিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।

উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।

(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)

ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি!

উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।

ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এল।)

রাজবল্লভ : আরম্ভ কর জলদি। (ঘুঙুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ-বেগে দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেল।)

ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!

সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন?

ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।

সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?

সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্গিয়া শুরু করতে হতো।

(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?

সিরাজ : এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।

ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাব? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)

সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিহারের ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?

রাজবল্লভ : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-

সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।
(রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন, প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হলো)। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।)

সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না। (বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন, কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়	১৭৫৭ সাল ১০ই মার্চ।
স্থান	নবাবের দরবার।
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াটস, মোহনলাল।

(দরবারে উপস্থিত- মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান। নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো।)

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা- আদাব আগাহ বাশেদ।
(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ!

সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।)

রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ : তরবারি কোষাবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।
(ক্রন্দন)

সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদোনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে-ওহ্ সে যে (কান্না)- আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই- ওদের অর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)

সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস!

ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) ইউর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?

ওয়াটস : হাউ ক্যান আই নো দ্যাট, ইওর এক্সিলেন্সি?

সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কানে পৌঁছায় না ভেবেছ? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন ইওর এক্সিলেন্সি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।

সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছ? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।
(সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে)
এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। ঐসব লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ ধরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।

সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কি-না? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

: জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

: নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই-

: আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান, এই তো?

: একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

: বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল!

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

: (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

: আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

: ওই একটি পথ সিপাহসালার-দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?

: জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

: আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হস্তক্ষেপ করবে।

: জাঁহাপনা, আমাদের হুকুম করুন।

: আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।
(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)

রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ : (ওয়াটসকে) ওয়াটস।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছ। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্য ভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৭৫৭ সাল ১৯এ মে।

মিরজাফরের আবাস।

মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল, প্রহরী। মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত-মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ।

: সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

: না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।

: শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

: সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

: এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের শান্তি দেবে না।

: তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

: আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে কয়েদখানায় যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার দেখতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশবার দেখিয়েছি। এই দেখ বাবা, আর একটিবার দেখ। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকল)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি, আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা-

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবত হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্নিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! খবর কি তাই বলো!

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত-

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখণ্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল।) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো : আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়-তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁধেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসাব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করেই হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, -(মৃদু হাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহংকার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটছে মুলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর।

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?

রাইস : সবতো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত- বেহ্মদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেঙে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম : শাঁকচুন্নি, উলকামুখী, আঁশটেপেতি, কানি পিশাচী এই সব আর কি।

জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর। (চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এল)

মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?

মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত যথাস্থানে জায়গায় পৌছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ : কিছু মনে কোরো না। তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।

মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এস। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুই নম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস : হুজুর। (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মিরজাফর : রাইসুল জুহালা খুবই চালাক। সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক। ওর সামনে শেঠজির ওকথা বলা ঠিক হয়নি।

জগৎশেঠ : আমি শুধু বলেছি কি হতে পারে।

মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।

জগৎশেঠ : তা তো বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি-না?

রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।

জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।

রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুঝতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনোক্রমেই পাওয়া যাবে না।

মিরজাফর : আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল ৯ই জুন।

স্থান : মিরনের আবাস।

চরিত্র : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : নর্তকীগণ, বাদকদল, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।

(তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে তান ধরে আর একজন নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উচ্ছ্বাসধ্বনি।)

মিরন : বহুত। বহুত খুব। তোমরা আজ রাতেই তৈরি থাকবে ভালো লাগে।

(নর্তকী নাচের ভঙ্গিতে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা শরবত এনে দিল মিরনের হাতে। সেটা পান করে নিলেন মিরন। তবু পরিচারিকাকে সর্বক্ষণ ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে আসরের অন্যদিকে চলে গেল। তার পরেই ছদ্মবেশী এক ব্যক্তিকে আসরে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

মিরন : আপনি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ : হুজুর আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিমগ্ন হয়েই ছিলেন।

মিরন : না না, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ : নষ্ট সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অবশ্য অশান্তি আর উদ্বেগের মধ্যে থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও এমন গোপনে কিছুক্ষণ আগে।

মিরন : এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসায় অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালোবাসি।

রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে?

মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।

রায়দুর্লভ : সে যা হোক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে নবাব তলব করে বসেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ করে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।

মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক, আর তিনি সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তাহলে কিন্তু আমার সাহায্য আপনারা আশা করবেন না?

মিরন : (ঈষৎ চিন্তিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ। এর ভেতর কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : মেহমান।

রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।

মিরন : সরে যাবেন না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ : না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যে কথা হলো তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। মিরন সমাদর করে তাদের বসাল।)

মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ : ওঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো?

রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাঝে মাঝে আমার কাছে থেকে যে কেমন করে দাবিই তার বড় হয়ে পড়ার কথা।

মিরজাফর : এ সব কথা থাক এখন। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ খুব শক্তিমান। তার সহযোগিতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা আছে কি কি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : জানানা সওয়ারি।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। মিরজাফর হঠাৎ পাগড়ী খোলে মাথার টুপিটা কাপড় বের করে মাথায় বেঁধে নিলেন। মিরন বিস্মিত। হঠাৎ যা খুশিমতো করে থাকেন উঠল)।

মিরন : ভালো ইরাদে, আব্বাজান।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) ঘটা করে দেখো এসে। আমীরজাদী কেউ হবে হয়ত।

(মুসলিম রীতি মেনে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অতর্কিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)।

জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের সেই ধরতে পেরেছেন) তারে বলতে একেবারে কালকেউটে। তার দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে সব না পেলেতেই সমস্ত পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।

(দুজন মহিলাসহ উৎফুল্ল মিরন কামরায় ঢুকলো)

মিরন : এরাই জানানা সওয়ারি।

(রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ। মিরন বেরিয়ে গেল।)

ওয়াটস : সরি টু ডিসাপয়েন্ট ইউ জেন্টেলমেন। আর ইউ সারপ্রাইজড? ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মিরজাফর : (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ : আর ইউ সারপ্রাইজড? অবাক হলেন?

মিরজাফর : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

মিরজাফর : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ : নবাবের গুপ্তচরের হাতে তো পড়োনি?

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ : আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর হুলো বিজনেজ, বাট আই অ্যাম সিওর নবাব ক্যান ডু নো হার্ম টু আস।

জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে -

ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তোমরাই তার ফল দেখবে।

রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

রাজবল্লভ : আমরা?

ক্লাইভ : হোয়াই নট? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-

মিরজাফর : এইসব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

ক্লাইভ : সরি মিস্টার জাফর আলি খান। হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে! কলকাতা অ্যাটাক-এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা কমপেনসেট করতে চেয়েছেন। স্কাউন্ড্রেলটা আবার এক নতুন অফার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেবো না। কেন দেবো? হোয়াই? থার্টি লাকস অফ রুপিস ইজ নো জোক।

রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ : ডোনট ওরি, রাজা! উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। বাট ক্লাইভ ইজ নো লেস। আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মিরজাফর : কী রকম?

ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোন রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

মিরজাফর : দলিলে সই করবে কে?

ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস। নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।

মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?

ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

জগৎশেঠ : তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ : অফকোরস। দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।

(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ : ড্রাফট তো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ : তাহলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।

ক্লাইভ : ইফ ইউ ওয়ান্ট গো অ্যাহেড। পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি-না। (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন আপনিই পড়ুন।

রাজবল্লভ : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন -

মিরজাফর : এগুলো দেখে আর লাভ কি?

রাজবল্লভ : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

মিরজাফর : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত নিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।

রাজবল্লভ : এই দলিল অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।

ক্লাইভ : (বিরক্ত) ইউ আর থিংকিং লাইক এ ফুল। আমরা কেন রাজ্য চালাব। আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।

জগৎশেঠ : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।

ক্লাইভ : (রীতিমতো ক্রুদ্ধ) দেন হোয়াই ইউ আর গোয়িং টু ডু অ্যাবাউট ইট? দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।

মিরজাফর : না না, সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোনদিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন, আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে-)

মিরজাফর : বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মড়াকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি? আমি যেন শুনলাম ।

ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ সো কাউয়ার্ড।

রাজবল্লভ : নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।

মিরজাফর : তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করল)

মিরজাফর : কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বললেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?

ক্লাইভ : ওহ্ হোয়াট ননসেন্স! আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদে ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।

(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল।)

ক্লাইভ : দ্যাটস অল রাইট। (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট থিং- এ গ্রেড থিং। (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার নারীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)

মিরন : হা হা হা । আর দেরি নেই।

(হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ) আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহাজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব। দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)।

রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

মোহনলাল : শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন।

মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোন জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?

মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল? নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উঠে দাঁড়াল) এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণাসভায়?

মিরন : মন্ত্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। ওসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়। (পরিচারিকাকে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল) যখন না-ছোড় হয়েছেন তখন বেআদবি না করে আর উপায় কি?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?

(একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেল। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখণ্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা ...

[দৃশ্যান্তর]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল ১০ই জুন থেকে ২১এ জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন।

স্থল : লুৎফুন্নিসার কক্ষ।

শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা। নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ।

ঘসেটি : বড় সুখে আছ রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা : আসুন খালাআম্মা। (সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাক। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : হিঃ বড় আপা। এস কাছে এসে বস।

ঘসেটি : বসতে আসিনি। দেখতে এলাম কত সুখে আছ তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধূ নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি-

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র। তুমিও তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছো।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ। আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্র নারী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধুর সামনে এরকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব- আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহংকারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরত পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরত দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না ? তা ছাড়া সে তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে -

ঘসেটি : থাম। লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোরো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ।

আমিনা : আমরা।

ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব- কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছ বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটি : বুঝবে। সে দিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না। (সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।

ঘসেটি : এসেছে শয়তান। ধাওয়া করেছ আমার পিছু?

সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে, তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

ঘসেটি : অর্থাৎ?

সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ : আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।

সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা, আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র-তাই না ? হা হা হা।

(অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা–

(বেরিয়ে গেলেন)

লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।

সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছে লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।

লুৎফা : ও কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাব বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছ না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।

লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা -

সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু -

সিরাজ : থামলে কেন ? বল।

লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

সিরাজ : বল।

লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।

সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। কর, আমি আপত্তি করব না। দাদু মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে তুমিও তা বুঝতে পারবে না।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, দাদুর মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জান লুৎফা আমি তা করিনি।

লুৎফা : আমি ও-সব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার কর।

লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি, জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই -

সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো ওঁর টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জান না, কতখানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে।

সিরাজ : লুৎফা, এত দেয়াল কেন বল তো?

লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা ?

সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না, লুৎফা।

লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুইএকদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাব তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে কি!

সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?

সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনি, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?

লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?

সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করলে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হতো, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা কে জানে?

লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উন্মাদ রাসলীলার কাহিনী।

লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।

সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই, মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।

সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি, লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থে ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।

লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন। যাও।

পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। (পেছোতে লাগল)

লুৎফা : না।

সিরাজ : (এগিয়ে আসতে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও, লুৎফা (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না। (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)।

লুৎফা : (সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে -দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুইগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়	১৭৫৭ সাল ২২এ জুন।
স্থান	পলাশিতে সিরাজের শিবির।
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর। গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই–

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি । তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা !

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কি না।

মোহনলাল : জাঁহাপনা !

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে।

(নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালার-এর জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)

সিরাজ : বল মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

: (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই টিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রিআলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বাঁ দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

: (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

: জাঁহাপনা!

: আমি কি দেখছি জান? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

: ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

: ঠিক তা নয়, মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এস তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

: জাঁহাপনা!

: মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।

: কিন্তু আমরা হারব কেন?

: না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।

: ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়–

: এনেছি চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত।

: এত চিন্তিত হবার কারণ নেই, জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।

: আমি জানি, তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।

: আমরা জয়ী হব, জাঁহাপনা!

: পরাজিত হবে, আমি কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। ফল কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝেছ।

: জাঁহাপনা!

: আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।

(কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)

: হুজুর, একই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।

(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল।

নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)।

: (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক, হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।

: (প্রহরীকে) তল্লাশি কর।

(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)

কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না, জাঁহাপনা।

: (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় কর। (হঠাৎ) দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এও গুপ্তচর।

: (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।

: (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?

: আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে, হুজুর।

: মোহনলাল!

: গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।

(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)

: (যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।

: (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই, মোহনলাল।

: জাঁহাপনা মেহেরবান।

: (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।

: (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?

: আমি জানি, এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও।

(কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।

(বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান। শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

: তোমরাও এখন যেতে পার। আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।

(মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। 'আসসালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম'-এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সুতীব্র তূর্যনাদ স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে দিল।)

[দৃশ্যান্তর]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

তৃতীয় দৃশ্য

সময়	১৭৫৭ সাল ২৩এ জুন।
স্থান	পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ, কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। সৈনিকের প্রবেশ)

সিরাজ : (উৎকণ্ঠিত) কী খবর সৈনিক?

সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আচ্ছা, যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় সৈনিক : দুঃসংবাদ, জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

তৃতীয় সৈনিক : কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (ভীত স্বরে) বারুদ ভিজে গেছে?

তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

তৃতীয় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

প্রথম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রিআলি খাঁ নিহত, জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ।

সিরাজ : না। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রিআলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো)

সিরাজ : কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা।) (ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের প্রবেশ)

সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসে) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে : (কুর্নিশ করে) এখনো হয়নি, ইওর একসেলেন্সি। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও, সাঁফ্রে। জয়লাভ কর।

সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুজ লাইক পিলার্স।

সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এল বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজারস যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডেনজারস।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে)

সিরাজ : কী সংবাদ?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বল কী খবর?

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জাঁহাপনা।

সাঁফ্রে : হোয়াট? মিরমর্দান কিলড?

সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহিদ হয়েছেন?

সাঁফ্রে : দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড। আমি যাই, ইওর একসেলেন্সি। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। [প্রস্থান]

সিরাজ : ঠিক বলেছ সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল-

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে, জাঁহাপনা?

সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং, বদ্রিআলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে। (পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ, আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে উদ্দেশ্য করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এস। আমি যুদ্ধে যাব। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে। (মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল : না জাঁহাপনা। (সৈনিক বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।

সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ত চাইব না?

মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাব?

মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই। আমি যাই, জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

(নতজানু হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও, মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম-নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।

সিরাজ : চল।

(যেতে যেতে কী যেন মনে করে দাঁড়ালেন)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদায় মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।

(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

রাইস : জাঁহাপনা তাহলে চলে গেছেন? রক্ষা।

প্রহরী : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

রাইস : মিরজাফর-ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হলো। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এল ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ।)

ক্লাইভ : হি হ্যাজ ফ্লেড অ্যাওয়ে, আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরুত্তর)

ক্লাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? সে কুইকলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইভ। বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : নো টাইম ফর ফান, কাম অন সে, হোয়ার ইজ সিরাজ?

(আবার লাথি মারল)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনো জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।

: চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেলল)

: হি মাস্ট বি এ স্পাই।

: নারান সিং। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

: গুলি কর ওকে-হেয়ার অ্যান্ড নাও।

: (দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগল।)

: (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

: গুপ্তচরকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।

নারান : (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? ঝিমিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই। সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) হাউ ডু ইউ কিল? ইডিয়টস। যখন মারবে শুট স্ট্রেইট ইনটু হার্ট, এমন করে মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিস্তল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা-

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

	১৭৫৭ সাল ২৫এ জুন।
স্থান	মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।
কুশীলববৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : সিরাজ, জনৈক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ও লুৎফা।

(...গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। ...আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

: পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু-

: প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

: আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি?

(জনতা নীরব)

: না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে।

: কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা।

: আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনো আশা আছে। এখনো আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদে ঢুকতে পারবে না।

: তা কী করে হবে হুজুর? অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

: তারা যুদ্ধ করেনি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

: পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

: আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রুসৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

: কেউ শোনে না, হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

: কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

: জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয়-ব্যবস্থা।

: দু-এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।

সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।

সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারব।

অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরেই খাড়া করতে পারি।

সিরাজ : এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

সিরাজ : (বিস্ময়ের বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন! সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ?

বার্তাবাহক : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।

ব্যক্তি : তাহলে আর আশা কোথায়?

সিরাজ : তাহলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় বার্তা : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : তাহলেও আশা! ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রিআলি, নৌবে সিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)

সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ-অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।

ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না, হুজুর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যে ভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খ্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের উপরে অবাধ লুণ্ঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর-ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।

সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দীর আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল। (বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তা : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?

জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগল)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।

(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)

সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখব।

(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।

সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন, লুৎফা?

লুৎফা : অন্ধকারের ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে)। কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না, লুৎফা। দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না, জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।

সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।

লুৎফা : তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।

সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।

লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।

সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দু তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাক। আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎফা : না, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে-কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা।

লুৎফা : পারব। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাব আমি সঙ্গে যাব।

(কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন।)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়	১৭৫৭ সাল ২৯এ জুন।
স্থান	মিরজাফরের দরবার।
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ-কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজদরবারের পরিবর্তে নাচ-গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।)

রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

জগৎশেঠ : ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।

জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই। নবাব আলিবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটি তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।

রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে। বে-শুমার হুর-গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

নকীব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন-দৌলত, জান-সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তসরিফ আনছেন। হুঁশিয়ার...

(মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

রাজবল্লভ : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মিরজাফর : (চারিদিক তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।

মিরজাফর : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? (নকিবের ঘোষণা)

নকীব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর, দরবার হুশিয়ার...

(ক্লাইভের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াট্স কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল।)

ক্লাইভ : লং লিভ জাফর আলি খান। বাট হোয়াট ইজ দিস? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির?

মিরজাফর : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।

ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) হোয়াট? দিস ইজ ফ্যান্টাসটিক আই মাস্ট সে। আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ আপনাকে নজরানা দেব।

মিরজাফর : মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসব, তা না হলে নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

: (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) নো ক্রাউন উইল এভার বিট হিম। (দরবারের উদ্দেশে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলি খান। আই এম কমপ্লিটলি ওভারহোয়েলমড। বুঝতে পারছিনে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরল। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে) জেন্টেলমেন, আই প্রেজেন্ট ইউ দ্যা নিউ নবাব, হিজ এক্সিলেন্সি জাফর আলি খান। আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। মে গড ব্লেস হিম অ্যান্ড হেল্প ইউ অ্যাজ ওয়েল।

: হিপ হিপ হুররে।

(মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল।)

: আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসল।

: (কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখল) কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

: লং লিভ জাফর আলি খান।

(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল। হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে)

: আমাকে খুন করে ফেলো- আমাকে খুন করে ফেল। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

: কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

: ওই সব বেইমান-বেইমান! না, আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

: হ্যাভ ইউ গন ম্যাড?

: ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব।

: ডোন্ট বি সিলি। কী হয়েছে তা তো বলবে?

: আমার টাকা কোথায়?

: কিসের টাকা?

: দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

: কোথায় সে দলিল?

: তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

: আমি এর কিছুই জানিনে।

: তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাঁটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে .... (ক্রন্দন)

: (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) ইউ আর ড্রিমিং ওমিচান্দ, তুমি খোয়াব দেখছ।

: খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাব। তুমি নিজে সই করেছ।

: আমি সই করলে আমার মনে থাকত। তোমার বয়স হয়েছে-মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর-ঈশ্বরকে ডাক। মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগল : আমার টাকা, আমার টাকা।)

: উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। ইওর এক্সিলেন্সি, মে ফরগিভ আস।

: এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেল।

: ভুলে যান ও কিছু নয়। (নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।

: নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও মোটামুটি তাদেরকে জানানো দরকার।

: (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে-পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।

(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে : হুররে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)

: দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : সেনাপতি মিরকাশেমের দূত।

মিরজাফর : হাজির কর।

(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।)

মিরন : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)

ক্লাইভ : ভালো খবর। ইউ ক্যান রিয়েলি ফেল সেফ নাও।

মিরজাফর : কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত।

ক্লাইভ : (রুখে উঠল) নো, ইওর অনার। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে এভরি মোমেন্ট। কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল-বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে সিমপ্যাথি দেখাবে সে ট্রেটার। আর আইনে ট্রেটারের শাস্তি মৃত্যু। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ মাস্ট রুল।

মিরজাফর : আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।

ক্লাইভ : ইয়েস। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে সোলজাররা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে অর্ডিনারি পাবলিক তার মুখে থুতু দেবে - দে মাস্ট স্পিট অন হিজ ফেস।

মিরজাফর : অতটা কেন?

ক্লাইভ : আমি জানি হি ইজ এ ডেড হর্স। কিন্তু এটা না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।

(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারে কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)

ক্লাইভ : আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এসব ব্যাপারে চান্স নেওয়া চলে না।

মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বল।

মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেল না।

ক্লাইভ : দেন?

মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ-ওঁরাও রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে।

মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?

ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইওর ওন ইনটারেস্ট। সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত হোয়াট অ্যাবাউট দ্যা লাভলি প্রিন্সেস? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাউদ্দৌলা জীবিত থাকতে?

মিরন : আমি একজন লোক ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।

ক্লাইভ : হোয়াট এ পিটি, হায়ার্ড কিলাররা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। এনি ওয়ে, ডাক তাকে।

(মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এল।)

মিরন : মোহাম্মদি বেগ।

ক্লাইভ : তুমি রাজি আছ?

মোহাম্মদি বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।

ক্লাইভ : এগ্রিড (মিরনকে) ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও।

(মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম করল)

ক্লাইভ : দেয়ার মে বি ট্রাবল, অবস্থা বুঝে কাজ কর, বি কেয়ারফুল। কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও।

(ওরা বেরিয়ে গেল। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো)

ইট ইজ এ মাস্ট।

[দৃশ্যান্তর]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়	১৭৫৭ সাল দোসরা জুলাই।
স্থান	জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।
শিল্পীবৃন্দ	মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে : কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।

(প্রায়-অন্ধকার কারা কক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

সিরাজ : (খাটিয়ার উপবিষ্ট-আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এল।
(খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এল। মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)

সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে, লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।

মিরন : আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

সিরাজ : (চমকে উঠে) মিরন! তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছ, না পীড়ন করতে?

মিরন : তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?

মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে, দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে) মোহাম্মদি বেগ।

মোহাম্মদি বেগ : জনাব।

মিরন : নবাবের হুকুম তামিল কর।
(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগল)

সিরাজ : প্রথমে মিরন, তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মিরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছ আমাকে খুন করতে?
(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগল। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে।)

সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ।
(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদের সন্তানের রক্তে সে স্নেহের ঋণ-আঃ ...
(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়ল। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)

সিরাজ : (স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া, এ পীড়ন তুমি সইলে না।
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আক্ষেপন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)

সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু-নিস্তেজ কণ্ঠে) লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ...
(মোহাম্মদি বেগ লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।)

মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা .

সমাপ্ত

শব্দার্থ ও টীকা

ডিফেন্ড অর ডেথ	জয়লাভ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ক্যাপ্টেন ক্লেটন সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর জন্য প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলোচ্য উক্তিটি করেন।
গোলন্দাজ	যে সৈনিক কামান দেগে গোলা নিক্ষেপ করে।
খাজাঞ্চি	কোষাধ্যক্ষ, খাজনা বা রাজকরের অধ্যক্ষ।
সার্জন	অস্ত্রচিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক, অস্ত্রোপচারকারী।
রৌশনি	আলোকসজ্জা।
সাদা নিশান উড়ানো	নিশান শব্দের অর্থ পতাকা। এখানে সাদা নিশান উড়ানো দ্বারা সন্ধির চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে।
স্পর্ধা	দর্প, বড়াই, অহংকার।
জাঁহাপনা	মুসলমান সম্রাটের প্রতি সম্বোধনবিশেষ।
বন্দোবস্ত	ব্যবস্থা, আয়োজন।
সওদাপাতি	কেনাকাটি, ক্রীত পণ্যদ্রব্য।
মনুষ্যত্ব	মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি, মানবতা।
জগৎশেঠ	নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার নাম ছিল ফতেহ চাঁদ। ১৭২৩ সালে তাকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ঔদ্ধত্য	ধৃষ্টতা, স্পর্ধা, অবিনয়।
ঘসেটি বেগম	নবাব আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথা মেহেরুন্নেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না।
ওয়াটস	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসন। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল তার।
হলওয়েল	লন্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র।
শাঁকচুন্নি	লোকবিশ্বাস মতে প্রেতাত্মা।
বেনিয়া	ইংরেজ কোম্পানির দেশীয় দালাল, ব্যবসায়ী।
কমবখৎ	হতভাগা, নির্বোধ (গালি হিসেবে)।
বাঞ্ছনীয়	কাম্য, প্রত্যাশিত, অভিলষণীয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- নাটকের সারসংক্ষেপ : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি চারটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত। নাটকটির কাহিনিমুখ (exposition) উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে। 'সিরাজউদ্দৌলা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি নাটক। সিকান্দার আবু জাফর রচিত এ নাটকটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক (১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়) ও ট্র্যাজেডি তথা করুণ রসাত্মক নাটক। নাটকটি এক অপরিসীম যন্ত্রণাদগ্ধ পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিরাজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা এবং বেদনাবহতা ট্র্যাজেডির শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে। এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকার মধ্য দিয়ে সিরাজকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই এক অলোক-সামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেদেফ, তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহযোগে, 'ছদ্মবেশ' (The disguise) নামক ইংরেজি থেকে অনূদিত নাটকের পাশ্চাত্য ধাঁচের মঞ্চায়ন করেন।
- ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইংরেজি থেকে অনূদিত নাটকের পরিবর্তে নন্দকুমার রায়ের অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত হয়।
- বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে স্থাপিত নাট্যশালায়। ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী' নাটক দেখতে এসে সদ্য মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর মান দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে পেয়ে যায় প্রথম সার্থক বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'।
- এই ধারাবাহিকতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের অঙ্গনে; বিকশিত হতে থাকে বাংলা নাট্যধারা। মধুসূদন, দীনবন্ধু এই নব নাটককে করে তুললেন অনেক বেশি রুচিসম্মত ও নান্দনিক।
- এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও আঙ্গিকে নিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র্য।
- বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার এই নতুন ধারার নাটক নিয়ে জনমানুষের কাছে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।
- উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা নাটকের নাম নিম্নরূপ : রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'; মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ; দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী'; মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার-দর্পণ'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'; বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'; তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'; উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি।
- বাংলা নাটকের এ সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করে বাংলাদেশেরও একটি নিজস্ব নাট্যধারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন : নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস'; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর'; মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি'; আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র'; সাঈদ আহমদের 'কালবেলা'; মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'কি চাহ শঙ্খচিল'; সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন'; জিয়া হায়দারের 'শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ'; আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে'; মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী'; সেলিম আল দীনের 'কীত্তনখোলা' প্রভৃতি।

পলাশি যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বাণিজ্যের আকর্ষণেই ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতে আসে এবং ক্রমশ এদেশের রাজনীতিতে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়।
- কলম্বাস এদেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই এককালে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেন।
- ইতিহাস থেকে আরো জানা যায় যে, পর্তুগিজ নাবিক ও বেনিয়া ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছেছিলেন ১৪৯৮ সালে।
- এই পর্তুগিজদের সূত্র ধরেই একের পর এক বাণিজ্য কুঠি পূর্ব ভারতসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হতে থাকে। এরা দস্যুবৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল।
- ১৬৩২ সালে বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার সম্মতি পেয়ে ইংরেজরা হুগলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়।
- এ ধারাবাহিকতায় ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম ক্রয় করে এবং প্রদত্ত এই তিনটি গ্রাম নিয়েই পরে কলকাতা নগরী গড়ে ওঠে।
- মরণাপন্ন মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়রকে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন। আর এরই পুরস্কার হিসেবে ডাক্তারের অনুরোধে ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রদান করেন সম্রাট; যা ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য, জমিদারি লাভ, নিজস্ব টাকশাল স্থাপন এমনকি দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার ক্ষমতাও প্রদান করে।
- দিল্লি থেকে এমন ফরমান জারি হলেও বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ তাদের নিজ নিজ এলাকায় এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা কেউই বাদশার এই অন্যায় ফরমান মানেননি। আর এ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ঘনঘন সংঘর্ষ, লড়াই চলতে থাকে। এই সকল লড়াইয়ে ইংরেজরা বারংবার পরাভূত হয়েছে।
- পরিস্থিতির প্রয়োজনে অতি অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে একের পর এক লড়াই ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
- এই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইংরেজদের তুলনায় নবাবের অস্ত্র, গোলা-বারুদ, সৈন্য সবই বেশি ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ পক্ষে ছিল তিন হাজার সৈন্য এবং দশটি কামান; এর বিপরীতে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার এবং কামানের সংখ্যা ছিল তেপ্পান্নটি। এত বিপুল সমর-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবাবের পরাজয় হলো, কেননা তাঁর অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। এভাবে এক অন্যায় যুদ্ধে বাংলা ইংরেজদের অধীন হলো। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক পুঁজিপতি আর সেনাপতিরা বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দিল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পরিচিতি

➤ **আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ) :** (১৬৭৬-১০/০৪/১৭৫৬ খ্রি.)। প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তিনি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খাঁর বাবা ছিলেন আরব দেশীয় এবং মা তুর্কি। ইরানের (পারস্য) এই সামান্য সৈনিক ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চাকরির উদ্দেশে দিল্লিতে এসে সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ ও পরে একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। আলিবর্দি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহেরুন্নেসা), শাহ বেগম ও আমিনা বেগমকে তিনি তাঁর ভাই হাজি মুহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি ১০ এপ্রিল ১৭৫৬ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিরাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

➤ **সিরাজউদ্দৌলা :** 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কেন্দ্রীয় তথা নায়ক চরিত্র হলো সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। বাংলার শেষ স্বাধীন ভাগ্যহত নবাব হলেন সিরাজউদ্দৌলা। নাটকটিতে সিকান্দার আবু জাফর ইতিহাসের নিরস তথ্যপুঞ্জ থেকে এক পরম মানবিক গুণসম্পন্ন উদারহৃদয় স্বাধীনচেতা প্রজাহিতৈষী নবাবকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানব চরিত্র। সিরাজ চরিত্রে বীরত্ব ধীরোদাত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ সহানুভূতি ও প্রজাহিতৈষিতা দেশপ্রেম ইত্যাদি সদগুণাবলির প্রতিফলন থাকায় বলতে গেলে চরিত্রটি প্রায় ত্রুটিহীন হলেও নিকটজনদের পরিত্যাগ করতে না পারা কিংবা ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে না পারায় error of judgement যদি তাঁর চরিত্রে অন্বিত না হতো তবে চরিত্রটি তার মানবিক আবেদন হারাতো।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল নবাব আলিবর্দি খান মারা গেলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। তাঁর উপাধি ছিল নবাব মনসুর-উল-মুলক-সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বত জঙ্গ বাহাদুর। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তেজস্বী যুবক। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন। তবে শাসক হিসেবে তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিল সরল চিন্তা। তিনি অকপটে সকলকে বিশ্বাস করতেন। এ সরলতাই তাঁর জন্য কাল হয়েছিল।

শাসনভার গ্রহণের শুরুতেই সিরাজকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌরাত্ম্যের মতো দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আলিবর্দি কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিরাজের মনোনয়ন তার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম ও মেজো কন্যার পুত্র শওকতজঙ্গ মেনে নিতে পারেননি। ঘসেটি বেগম চেয়েছিলেন শওকতজঙ্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক। ফলে তারা সিরাজের বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ঘসেটি বেগম তার বিপুল ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি নতুন নবাবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভের সহযোগে ষড়যন্ত্রসভার খবর পেয়ে সিরাজ ঘষেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ অবরোধ করেন এবং ধনরত্নসহ তাকে নবাবের প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

১৭৫৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হলে এর প্রভাব এদেশের ফরাসি ও ইংরেজ বণিকদের উপরও পড়ে। ইংরেজরা কলকাতায় ও ফরাসিরা চন্দননগরে নতুন দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। ফরাসি বণিকরা তাঁর নির্দেশ মেনে দুর্গের কাজ বন্ধ করলেও কলকাতার গভর্নর ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নতুনভাবে নির্মাণ করেন এবং সৈন্যশক্তি দুর্ভেদ্য করে তোলেন। ইংরেজ বণিকদের ক্রমাগত অবাধ্যতায় নবাব সিরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের শাস্তি দিতে তিনি অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করেন এবং অস্ত্র আমদানির অভিযোগে তিনি ওয়াটস ও কলেটকে বন্দি করেন। এরপর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংরেজরা নবাব-সৈন্যকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। ড্রেক তার সহযোগীদের নিয়ে মেয়েদের জাহাজে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে তিনি হলওয়েলকে আটক করে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার স্পর্ধা ইংরেজ কোথা থেকে পেল-সেই কৈফিয়ত চান।

এরপর তিনি কলকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন এবং মানিকচাঁদকে সেখানকার শাসনভার অর্পণ করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজরা উমিচাঁদের মাধ্যমে মানিকচাঁদকে নজরানা প্রদান করে এবং উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মানিকচাঁদ প্রমুখের ষড়যন্ত্রে ও সহায়তায় ইংরেজরা পুনরায় সংগঠিত হয়। তারা কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানির মাদ্রাজ প্রতিনিধি ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে সৈন্য ও নৌবহর প্রস্তুত করে এবং কলকাতা আক্রমণ করে। মানিকচাঁদ কোনো বাধা না দেওয়ায় খুব সহজেই তারা কলকাতা অধিকার করে। খবর পেয়ে সিরাজ-পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্যসহ কলকাতা অভিযানে আসেন কিন্তু নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষরা নবাবকে আপস করতে বলেন। নবাবও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে অবশেষে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এ সন্ধি 'আলিনগর সন্ধি' নামে খ্যাত।

ধূর্ত ক্লাইভ বুঝেছিল যে নবাবের আমাত্যরা অধিকাংশই লোভী ও বিশ্বাসঘাতক। বিশেষ করে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর আলী খান ক্ষমতালোভী। তাই নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সংগঠনের জন্য ক্লাইভ উমিচাঁদকে দালাল নিযুক্ত করে এবং মিরজাফরের পুত্র মিরনের বাড়িতে এক ষড়যন্ত্র সভার আয়োজন করে। এই ষড়যন্ত্রসভায় মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রমুখ উপস্থিত হন। ক্লাইভ ও ওয়াটসন নারীর ছদ্মবেশে সভায় যোগ দেয়। সকলে মিলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা। কলকাতাবাসীরা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবে আরো সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ পাবে দশ লক্ষ টাকা, রায়দুর্লভ হবে প্রধান সেনাপতি উমিচাঁদ পাবে বিশ লক্ষ টাকা। তবে উমিচাঁদকে ফাঁকি দিতে দুটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানলেও প্রতিকারের কোনো যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারেননি। এটাই সিরাজ চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। সিরাজ নিজে ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাই তিনি চেয়েছিলেন এই দেশের স্বার্থে তথা তাঁর অমাত্যদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে যদি ঐক্যবদ্ধ করা যায়। এ কারণে তিনি তাঁর দরবারে মিরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ সকল আমাত্যদের একত্র করেন এবং ইংরেজ বণিক কর্তৃক উৎপীড়িত এক লবণ চাষিকে তাদের সামনে উপস্থিত করেন। উৎপীড়িতের পীড়ন কাহিনি ও ইংরেজদের অতি উচ্চ মুনাফা লাভের তথা ডাকাতির কথা শুনিয়ে সিরাজ বলেন, "আমি সন্দেহ বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যত দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।" নবাবের এ আহ্বানে মিরজাফরসহ সকলেই কোরআন শরিফ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করে বলেছিল- "দেশের স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।"

কিন্তু ২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এরা সকলেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার আর কামান ছিল ছোট বড় মিলিয়ে গোটা দশেক। আর নবাব বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের বেশি আর কামান ছিল পঞ্চাশটির বেশি। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রমুখ যুদ্ধক্ষেত্রে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, কোনো যুদ্ধ করেনি। সেনাপতি মীরমর্দান, মোহনলাল ও সাঁফ্রেই শুধু বীরদর্পে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

করেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নবাব পালিয়ে মুর্শিদাবাদে আসেন সৈন্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পাটনা যাওয়ার পথে মিরকাশিমের সৈন্য কর্তৃক ধৃত ও বন্দি হন।

চুক্তি মোতাবেক মীরজাফর নতুন নবাব হন। ক্লাইভের পরামর্শে মীরজাফর পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদি বেগ নবাব সিরাজউদ্দোলাকে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

বাংলার ইতিহাসে ভাগ্যাহত ট্র্যাজেডির নায়ক সিরাজউদ্দৌলা। তবে সাহিত্যে সিরাজ চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একজন সামন্ত নবাব থেকে জনতার শক্তিতে জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দেশপ্রেমিক নেতায় পরিণত হওয়া। নাটকের উপান্তে আমরা লক্ষ করি যে, নবাব সিরাজ আর জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। জনতাকে উদ্দেশ্য করে সিরাজকে বলতে দেখি– "সমস্ত দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন। কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত মানুষ– অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে। কিন্তু তার চেয়ে যা বড় আমাদের সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এ অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।"

সিরাজকে জনগন সমর্থন করে কিন্তু তারা যুদ্ধ জানে না। তাই সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হওয়ার খবর পাওয়ার পর জনতা অত্যন্ত বাস্তব কারণেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ প্রস্থান অনেক কষ্টের, নিতান্তই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এ জনসম্পৃক্ততাই সিরাজ চরিত্রটিকে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কিন্তু সিরাজ চরিত্র অঙ্কনের দুর্বলতা হলো তাঁর যন্ত্রণাভোগের সীমাবদ্ধতা। দরবার থেকে জনগণের সরে যাওয়ার পর স্ত্রী লুৎফার সঙ্গে সিরাজের যে কথোপকথন তাতে একদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের আশাবাদ, অপর দিকে পলায়নের গ্লানি। এ দুয়ে মিলে যে ঘনীভূত ক্লাইমেক্সের জন্ম দিতে পারত তা পরিস্ফুটিত হওয়ার প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ চরিত্রটি পায়নি। নাটকের শেষ অঙ্কের প্রথমদৃশ্যে সিরাজ অনুপস্থিত। আর দ্বিতীয় দৃশ্যে খুব অল্প পরিসরেই সিরাজ নিহত হন। ফলে বন্দি সিরাজের যন্ত্রণাভোগ তাঁর দ্বন্দ্ব পরিতাপ কোনোকিছুই বিকশিত হতে পারেনি। নাট্যকার এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে চেয়েছেন পাঠক ও দর্শকের মাঝে সিরাজের জনসম্পৃক্ততার আমেজকে বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে। সিরাজের মৃত্যুতে নাটক শেষ হয় কিন্তু নাট্যকারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে পাঠক তথা দর্শকের মাঝে। সিরাজের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকায় যখন বলেন, 'শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।' তখন এই আক্ষেপ লালন করে পাঠক ও দর্শকও। এই আক্ষেপ থেকে মানুষের মধ্যেও এমন প্রত্যয় জেগে ওঠে যে– সিরাজ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যা পারেনি তা তাদের পারতে হবে। সিরাজের অসমাপ্ত দেশপ্রেমের লড়াই তাদের শেষ করতে হবে। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। স্বাধীন করতে হবে। স্বাধীনতা সুরক্ষা করতে হবে। করুণ রসাত্মক পরিণতি সঞ্চারের মধ্যে বিশাল জনমানুষের এ লড়াকু মনোভাবকে জাগিয়ে তোলাই সিকান্দার আবু জাফর সৃষ্ট সিরাজ চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা।

মিরজাফর : মিরজাফরের পুরো নাম : *মিরজাফর আলি খাঁন*। তিনি পারস্য (ইরান) থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন। উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দি খাঁন তাকে স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কূটকৌশল ও চাতুর্যের মাধ্যমে নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং সেনাপতি ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের মূলে ছিল ক্ষমতালিপ্সা। ফলে আলিবর্দিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে একাধিক বার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন নবাব। বার বার ক্ষমা পাওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনের পর ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসান। ১৭৬৪ সালে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ সালে মারা যান। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক, নিকৃষ্ট মানুষের প্রতীক।

ক্লাইভ : পিতা-মাতার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সন্তান ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে বাবা-মা তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর।

ফরাসিরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্যজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাজার দখল ও রাজ্য জয়কে কেন্দ্র করে তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলছিল ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ। সেইসব ছোটখাটো যুদ্ধে সৈনিক ক্লাইভ একটার পর একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই এর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কর্নেল পদবি লাভ করেন এবং মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সে সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে নেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক পালিয়ে যান। কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ অধিক সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে নেন।

তারপর চলল মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দর কষাকষি। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী; আবার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তিনি তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার চেষ্টা করেন। নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, শঠ বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। অবশেষে তার নেতৃত্বে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করা হয়। ফরাসিরা পালিয়ে যান। এবার ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশি প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শঠতার ও বিশ্বাসঘাতকতার। সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে খুব সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ করে।

উমিচাঁদ : উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি করতে শুরু করেন। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে নবাবের দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। উমিচাঁদ বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন।

ওয়াটস : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসন। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল তার।

ওয়াটসন (অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন) : ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। ওয়াটসন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের কমিশন পাওয়া অ্যাডমিরাল। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামন্তসহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে রওনা হন। কলকাতা তখন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

➤ **হলওয়েল :** লন্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং অবৈধভাবে বিপুল অর্থ-ঐশ্বর্য লাভের আশায় তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ১৭৫২ সালে তিনি চব্বিশ পরগনার জমিদারের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি ফোর্টের অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন। মিথ্যা বলে অতিরঞ্জিত করে অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করা ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন। তার বানানো গল্পটি হলো : নবাব দুর্গ জয় করে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন– যে ঘরের চারদিক ছিল বন্ধ। সকালে দেখা গেল ১২৩ জন ইংরেজ মারা গেছেন। অথচ দুর্গে তখন ১৪৬ জন ইংরেজ ছিলেনই না। আর এমন ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন মানুষ কিছুতেই সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। অথচ তার হিসাব-নিকাশ বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। আর এই মিথ্যাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় ব্লাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। পরে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস এই মনুমেন্ট সরিয়ে দেন।

➤ **ঘসেটি বেগম :** নবাব আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথা মেহেরুন্নেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট বোন আমিনা বেগমের ছেলে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল যে, একরামউদ্দৌলা নবাব হলে নবাব মাতা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলে ঘসেটি বেগম নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।
ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ ছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী। তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ। এই হোসেন কুলি খাঁয়ের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফলে আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। ঘসেটি বেগম এই হত্যাকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোধ-পরায়ণ।
তিনি নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও তার দলবলের বিজয় হলেও আর দশজন বিশ্বাসঘাতকের মতো তার পরিণতিও ছিল বেদনাবহ। প্রথমে তাকে ঢাকায় অন্তরীণ করা হয়। পরে মিরনের চক্রান্তে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার সন্ধিস্থলে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

➤ **ড্রেক :** রোজার ড্রেক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। নবাবের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রাণভয়ে সঙ্গী-সাথিদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ফেলে তিনি নৌকায় চড়ে কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান।
পুনরায় ক্লাইভ কলকাতা অধিকার করলে ড্রেক গর্ভনর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানি ড্রেকের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করে। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর গভর্নর ড্রেককে মিরজাফর তার রাজকোষ থেকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

➤ **মানিকচাঁদ :** রাজা মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বাঙালি কায়স্থ, ঘোষ বংশে তার জন্ম। নবাবের গোমস্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলিবর্দির সুনজরে পড়ে মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারি পেয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব কলকাতা শহরের নতুন নামকরণ করেন আলিনগর। আর মানিকচাঁদকে করেন কলকাতার গভর্নর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

➤ **জগৎশেঠ :** জগৎশেঠ জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তার পেশা ছিল ব্যবসা। বহুকাল ধরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে এই সমাজেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তার প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ। জগৎশেঠ তার উপাধি। এর অর্থ হলো জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী কিংবা অর্থ লগ্নির ব্যবসায়ী। নবাব সরফরাজ খাঁকে হটিয়ে আলিবর্দিকে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। সুতরাং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের বশীভূত থাকবেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ- সুবিধা দিবেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা সততা ও নিষ্ঠায় ভিন্ন প্রকৃতির এক যুবক। তিনি কিছুতেই এদের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বরং জগৎশেঠকে তার ষড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। জগৎশেঠও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পতনে নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

➤ **আমিনা বেগম :** নবাব আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগম। আলিবর্দির বড় ভাই হাজি আহমদের পুত্র জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর তিন সন্তান। এরা হলেন মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, একরামউদ্দৌলা ও মির্জা হামদি। স্বামী জয়েনউদ্দিন ও পুত্র সিরাজউদ্দৌলার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর জীবনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। স্বামী জয়েনউদ্দিন প্রথমে উড়িষ্যার ও পরে বিহারের সুবেদার ছিলেন। ১৭৪৮ সালে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররানি পাঞ্জাব আক্রমণ করলে নবাব আলিবর্দির আফগান সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং পাটনা অধিকার করেন। বিদ্রোহীরা নবাবের বড় ভাই হাজি আহম্মদ ও জামাতা জয়েনউদ্দিনকে হত্যা করেন।
অতি অল্প বয়সে বিধবা আমিনা বেগম পুত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতা হিসেবেও শান্তি লাভ করতে পারেননি। দেশি-বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে নবাব পরাজিত ও নিহত হলে এবং একটি হাতির পৃষ্ঠে তাঁর মরদেহ নিয়ে এলে মা আমিনা বেগম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে ছুটে আসেন। এ সময় মিরজাফরের রক্ষীরা তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে নির্যাতন করে আন্দর মহলে পাঠিয়ে দেয়। আমিনার এক পুত্র একরামউদ্দৌলা পূর্বেই বসন্ত রোগে মারা যান। পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা মিরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও নিহত হন। কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা হামদিকেও মিরনের আদেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আর আমিনা বেগমকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

➤ **মিরন :** বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তিন পুত্র। তারা হলেন : জ্যেষ্ঠ মিরন, মেজো নাজমুদ্দৌলা এবং কনিষ্ঠ সাইফুদ্দৌলা। মিরন পিতার মতই দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রকারী। মিরজাফরের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক রাজ-অমাত্যদের যোগাযোগের কাজ করতেন মিরন। তারই ষড়যন্ত্রে এবং ব্যবস্থায় মোহাম্মদি বেগ হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

➤ **মিরমর্দান :** মিরমর্দান নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। পলাশির যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই অকুতোভয় বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ শিবিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার উরুতে গোলার আঘাত লাগে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করেছেন।

➤ **মোহনলাল :** মোহনলাল কাশ্মিরি সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। একসময় তিনি নবাবের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পলাশির যুদ্ধে মিরমর্দান গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে মোহনলাল ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রেকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু মিরজাফর ও রায়দুর্লভের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মোহনলাল পুত্রসহ ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং ক্লাইভের নির্দেশে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মোহাম্মদি বেগ : মোহাম্মদি বেগ একজন নীচাশয় কৃতঘ্ন ব্যক্তি ও খুনি। পলাশির যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর সিরাজ স্ত্রী-কন্যাসহ পাটনার উদ্দেশে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মিরজাফরের ভাই মিরদাউদ সপরিবারে নবাবকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে আসে। পরবিক্ষোভের আশঙ্কায় ক্লাইভ দ্রুত সিরাজকে হত্যা করতে চান। মিরনের আহ্বানে মোহাম্মদি বেগ সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়। অথচ সিরাজের পিতা মির্জা জয়নউদ্দিন অনাথ বালক মোহাম্মদি বেগকে আদর-যত্নে মানুষ করেছিলেন। অথচ সেই মোহাম্মদি বেগ অর্থের লোভে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। ২ জুলাই, ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শহিদ হন।

রাজবল্লভ : রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বাঙালি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের একজন তিনি। প্রথমে ঢাকায় নৌবাহিনীর কেরানির কাজ করতেন। পরে ঢাকার গভর্নর ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস খাঁর পেশকারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে এবং তিনি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

লুৎফুন্নেসা : নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। তিনি মির্জা ইরিচ খাঁনের কন্যা। ১৭৪৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মহা ধুমধামে লুৎফুন্নেসার বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। প্রাসাদ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সব কিছু। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ে তিনি স্বামীর হাত ধরে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- জয় অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
- ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।
- বিপদ দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না।
- যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিক্টরি অর ডেথ।
- ইংরেজ হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।
- ছোট মুখে এত বড় কথা?
- ... তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
- ... ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।
- কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ।
- ... বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
- ... ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?
- ... ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
- ... বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
- ... চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।
- ... লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা।
- ... হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।
- ... রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।
- ... আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী।
- ... কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না।
- আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা।
- ... প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী।
- আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর।
- ... দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।
- ... কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
- ... নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার?
- ... ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
- ... যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব।
- ... স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- ... ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
- ... কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।
- ... নিশ্চল হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।
- ... ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে।
- ... পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি।
- আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।
- ... দের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।
- আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না।
- ... নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম।
- রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।
- উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।
- চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতর কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।
- সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে।
- তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুইচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?
- যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
- উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক।
- নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
- ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা।
- নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা ভাবছি।
- আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি।
- শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না।
- অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম।
- আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।
- প্রয়োজন মতো যে কোন জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে।
- আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না।
- সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।
- ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন।
- তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।
- বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন।
- অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।
- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।
- শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।
- শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে।
- আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।
- পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।
- আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
- পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে।
- আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
- পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

লিখিত অংশ

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?
উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।

প্র: কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন কে?
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম কোন চরিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়?
উত্তর: ক্লেটন।

প্র: কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়?
উত্তর: রাজা মানিকচাঁদকে।

প্র: 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো, সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ কথাটি কার?
উত্তর: ক্যাপ্টেন ক্লেটনের।

প্র: নবাবের রাজধানী ছিল কোথায়?
উত্তর: মুর্শিদাবাদে।

প্র: 'স্বার্থ প্রবাহের অনুকূলতা বীরের সংকল্প টলাতে পারবে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: [illegible]

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল কোনটি?
উত্তর: ১৯ জুন ১৭৫৬ সাল।

প্র: 'ডাচ' শব্দটি দ্বারা কোন জাতিকে নির্দেশ করা হয়?
উত্তর: নেদারল্যান্ড বা হল্যান্ডের অধিবাসীদের।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'কোম্পানি' শব্দটি দ্বারা কোন কোম্পানিকে নির্দেশ করে?
উত্তর: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।

প্র: 'যুদ্ধ জয়ের অথবা মৃত্যুবরণ, এ অমানের প্রতিজ্ঞা।' এ সংলাপটি কার?
উত্তর: ক্লেটনের।

প্র: নবাবের পদাতিক বাহিনী কোথাকার রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে?
উত্তর: দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে।

প্র: নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী কোন খাল পেরিয়ে ইংরেজ দুর্গের দিকে এগিয়ে আসে?
উত্তর: শিয়ালদহের মারাঠা খাল।

প্র: 'কাপুরুষ বেঈমান, তুচ্ছ আগুনের মুখে বন্দুক ফেলে পালিয়ে যায়।' কাদের উদ্দেশে ক্লেটন এ উক্তিটি করেন?
উত্তর: মিনচিন, ড্রেক, ম্যানিংহাম।

প্র: ইংল্যান্ডের বীর সন্তান বলে কে নিজেদের পরিচয় দেয়?
উত্তর: ক্লেটন ও তার অধীন সৈন্যদের।

প্র: উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন এলাকার কুঠির পরিচালক ছিল?
উত্তর: কাশিমবাজার।

প্র: পেশায় চিকিৎসক হলওয়েল কোন কল্পিত ঘটনা প্রচার করে?
উত্তর: অন্ধকূপ হত্যা।

প্র: 'আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান।' সংলাপটি কার উদ্দেশে কে করেছে?
উত্তর: উমিচাঁদকে, হলওয়েল।

প্র: হলওয়েলের উপাধি সার্জন হলে রোজার ড্রেক ও ক্লেটনের উপাধি যথাক্রমে কী কী?
উত্তর: গভর্নর ও ক্যাপ্টেন।

প্র: 'আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।' উমিচাঁদ কার উদ্দেশে এ সংলাপটি করেছেন?
উত্তর: হলওয়েল।

প্র: 'কোম্পানির দুঃখের ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ।' হলওয়েলের উদ্দেশে উক্ত সংলাপটি কে করেছেন?
উত্তর: নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

প্র: ইংরেজরা অস্ত্রশস্ত্রের নামে কোথায় গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিল?
উত্তর: কাশিমবাজারে।

প্র: 'নবাবসেনা কলকাতা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রোজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে।' সংলাপটি কার?
উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার।

প্র: কে নিজেকে নবাবের প্রজা বলে পরিচয় দেন?
উত্তর: উমিচাঁদ।

প্র: 'সিপাহসালার' বলতে কাকে বোঝায়?
উত্তর: সেনাপতিকে।

প্র: 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজের উদ্দেশে কে এ সংলাপটি করেন?
উত্তর: হলওয়েল।

প্র: 'ফরাসিরা ডাকাত। আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' হলওয়েলের উদ্দেশে কে এ সংলাপটি করেন?
উত্তর: নবাব সিরাজ।

প্র: সিরাজ কাকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর বলে অভিহিত করেন?
উত্তর: মিরমর্দানকে।

প্র: ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কোথায়?
উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে।

প্র: মিরজাফরের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: মিরজাফর আলি খান।

প্র: মিরজাফর ভারতবর্ষে আসেন কোথা থেকে?
উত্তর: পারস্য থেকে।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে কোন সময়ের উল্লেখ আছে?
উত্তর: ১৭৫৬ সাল ৩ জুলাই।

প্র: 'কলকাতা থেকে নবাবের তাড়া খেয়ে ইংরেজরা আস্তানা গেড়েছে কোথায়?
উত্তর: ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে।

প্র: 'এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন' সংলাপটি কিলপ্যাট্রিক কার উদ্দেশে বলেন?
উত্তর: হ্যারি।

প্র: জগৎশেঠ কে ছিলেন?
উত্তর: নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্র: ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে?
উত্তর: ১৭২৩ সালে।

প্র: ভাগীরথী নদীতে ইংরেজদের ভাসমান জাহাজে কোন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়?
উত্তর: ম্যালেরিয়া ও আমাশয়।

প্র: ভাগীরথী নদীতে অবস্থানরত ইংরেজদের জাহাজ থেকে কলকাতার দূরত্ব কত ছিল?
উত্তর: চল্লিশ মাইলের ভেতরে।

প্র: নারান সিং কী ছদ্মনামে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন?
উত্তর: রাইসুল জুহালা।

প্র: বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোলুপ মন্ত্রী রাজবল্লভ কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?
উত্তর: ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফরের পদবি কী ছিল?
উত্তর: সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি।

প্র: কাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন?
উত্তর: শওকতজঙ্গকে।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল ও স্থান?
উত্তর: ১৭৫৭ সালের ১০ মার্চ, নবাবের দরবার।

প্র: স্থানীয় লোকজনের তৈরি লবণ ইংরেজরা তিন-চার আনা মণ দরে কিনে কত টাকা মণ দরে বিক্রি করে?
উত্তর: দুই-আড়াই টাকা।

প্র: 'ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্য আমি নবাবের অনুগামী।' একথা কে বলেন?
উত্তর: রায়দুর্লভ।

প্র: ইংরেজরা কাকে ঘুষ দিয়ে চন্দননগর ধ্বংস করে?
উত্তর: বেইমান নন্দকুমারকে।

প্র: 'আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।' সংলাপটি কে করেছিলেন?
উত্তর: মিরজাফর।

প্র: 'একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম।' কে এ উক্তিটি করেন?
উত্তর: রাইসুল জুহালা।

প্র: মিরন কার পুত্র?
উত্তর: মিরজাফরের।

প্র: রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন কত বছর বয়সে?
উত্তর : ১৭ বছর।

প্র: 'চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র' সংলাপটি রায়দুর্লভ কার উদ্দেশে বলেন?
উত্তর : মিরনকে।

প্র: 'খাজাঞ্চি' বলতে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়?
উত্তর : কোষাধ্যক্ষকে।

প্র: রমণীর ছদ্মবেশে মিরনের বাসগৃহে প্রবেশ করেন কারা?
উত্তর : ওয়াটস ও ক্লাইভ।

প্র: 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি রাজবল্লভের উদ্দেশে কে করেছেন?
উত্তর : ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

প্র: ওয়াটসনের পদমর্যাদা কী ছিল?
উত্তর : ইংরেজ নৌবাহিনী প্রধান।

প্র: 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য কোথায় সংঘটিত হয়েছে?
উত্তর : লুৎফুন্নিসার কক্ষে।

প্র: আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমিনার স্বামীর নাম কী?
উত্তর : জয়েনউদ্দিন।

প্র: 'তুমি কম সাপিনী নও' ঘসেটি বেগমের এ সংলাপ কাকে উদ্দেশ্য করে?
উত্তর : আমিনা বেগমকে।

প্র: 'সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও। এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।' ঘসেটি বেগমের এ বিষ মাখানো উক্তি কাকে উদ্দেশ্য করে বলেন?
উত্তর : লুৎফুন্নিসাকে।

প্র: 'রৌশনি' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : আলোকসজ্জা।

প্র: সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি ছিলেন কে?
উত্তর : সাঁফ্রে।

প্র: মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর উমর বেগ জমাদারকে খুন করা হয়েছিল কার হুকুমে?
উত্তর : মোহনলালের।

প্র: নবাবের পক্ষে পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে অবস্থান কার ছিল?
উত্তর : বদ্রিআলি খাঁর।

প্র: পলাশি যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে শলাপরামর্শের জন্য সিরাজের শিবিরে কে কে উপস্থিত ছিলেন?
উত্তর : মোহনলাল, মিরমর্দান।

প্র: টুলের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার চেষ্টা করেন কে?
উত্তর : নবাব নিজেই।

প্র: কার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হয়?
উত্তর : ক্লাইভ।

প্র : নাটোরের মহারানি ভবানীর স্বামীর নাম কী?
উত্তর : রাজা রামকান্ত রায়।

প্র : নাটোরের মহারানি ভবানী যে কারণে স্বনামধন্য হয়ে আছেন?
উত্তর : দীন-দুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য।

প্র : 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।' এ সংলাপটি কার?
উত্তর : নবাবের।

প্র : কোথায় যেতে পারলে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে বলে নবাব প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন?
উত্তর : পাটনায়।

প্র : শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন কোন ব্যক্তি?
উত্তর : উমিচাঁদ।

প্র : 'long live Nabab jafar Ali khan' সংলাপটি কার?
উত্তর : ক্লাইভের।

প্র : যুদ্ধে নবাব হেরে গেলে উমিচাঁদকে ক্লাইভ কত টাকা দেওয়ার কথা ছিল?
উত্তর : ৩০ লক্ষ টাকা, (দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য), ২০ লক্ষ টাকা (চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)।

প্র : মিরজাফরকে সহায়তার বিনিময়ে ক্লাইভ কত টাকা আয়ের জমিদারি লাভ করে?
উত্তর : বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা।

প্র : মিরন নবাবকে হত্যা করার জন্য কাকে নিয়োগ করে?
উত্তর : মোহাম্মদি বেগকে।

প্র : মিরজাফর আলি খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন বলে নবাবকে জানায় কে?
উত্তর : মিরন।

প্র : সিরাজের পিতা-মাতা শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেছিলেন কাকে?
উত্তর : মোহাম্মদি বেগকে।

প্র : মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের শরীরের কোথায় আঘাত করল?
উত্তর : পিঠে।

প্র : ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজউদ্দৌলার কী হয়?
উত্তর : খালা।

প্র : মোহাম্মদি বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল?
উত্তর : দশ হাজার।

প্র : মিরজাফর কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়?
উত্তর : কুষ্ঠরোগ।

প্র : 'সাদা নিশান' কীসের প্রতীক?
উত্তর : সন্ধির।

লিখিত অংশ — সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. ট্র্যাজেডি কী?

উত্তর : আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনিকে ট্র্যাজেডি বলে। ট্র্যাজেডির ধর্ম হলো কোনো জটিল ও গুরুতর ঘটনার আশ্রয়ে বিশেষ ধরনের রস সঞ্চার, যা আমাদের অনুভূতিকে আলোড়িত করে। ট্র্যাজেডি নাটকের মূলে রয়েছে ব্যক্তি-আত্মার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ তীব্র যন্ত্রণা আর হাহাকার। ট্র্যাজেডি একদিকে মানুষের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করে; অপরদিকে এক ধরনের প্রশান্তিও জাগায়। প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডিতে 'নিয়তির' বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। মানুষ দৈবের কাছে কতটা অসহায়, দৈবের দুর্বিপাকে মানুষ কীভাবে চরম হতভাগ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয় এবং বেঁচে থেকেও মৃত্যুময় যন্ত্রণা ভোগ করে তা-ই নানা বৈচিত্র্যে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে শিল্পরূপ লাভ করে।

০২. 'শুধু এই একটি পথেই আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতে, তাঁর অমাত্য ও সেনাপতিরা আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এক হয়ে দেশের কল্যাণে এগিয়ে এলে উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসা সম্ভব হবে।
নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন প্রজাদরদি ও দেশপ্রেমিক শাসক। কিন্তু তাঁর প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি ছিল স্বার্থপর ও লোভী। নবাব তাদের এ অসৎ ও উগ্র আচরণ সময়মতো বুঝতে পেরেও ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে এ আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে উভয়ে এক হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর মতে, একমাত্র এ দেশাত্মবোধের মাধ্যমেই উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসা সম্ভব।

০৩. 'ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা' কে, কেন এ কথা বলেছেন?

উত্তর : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উমিচাঁদ এ কথাটি বলেছেন।
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করে এবং ইংরেজ সৈন্যরা তাদের রোষানলে পড়ে। নিজেদের পরাজয়ের দৃশ্য দেখার আগে সুচতুর ইংরেজ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা পালিয়ে যায়। দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে উমিচাঁদ এ কথাটি বলেছিলেন।

০৪. 'শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্য হাসিল হবে।' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শওকতজঙ্গকে পুতুল নবাব বানিয়ে সবাই নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে বলেই সে নবাব হলে সবার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।
শওকতজঙ্গ ছিল নেশাখোর ও ব্যক্তিত্বহীন। মিরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভরা তাকে সামান্য ভয়ও পায় না। উল্টো তাকে ব্যবহার করে সব ধরনের অপকর্ম করতে সচেষ্ট থাকবে। এ জন্যই সে নবাব হলে সবার স্বার্থ রক্ষা পাবে।

০৫. 'ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন।
'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে দেখা যায়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের ধৃষ্টতার বিষয় বুঝতে পেরে তিনি তাদের সাথে বাণিজ্য করার চুক্তি প্রত্যাহার করেন। অতঃপর নবাব তাদেরকে কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যের লুটতরাজের মতো কলকাতার দুর্গ সংস্কারের বিষয়টিতে কৈফিয়ত তলব করেন। নবাবের অভিযোগে তারা নানা অজুহাতে ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টি বললে নবাব ক্ষিপ্ত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা ফরাসি ডাকাতের চেয়ে কম দুর্জন নয়।

CamScanner

০৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' কোন শ্রেণির নাটক?

উত্তর : সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি করুণরসাত্মক। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিরাজউদ্দৌলার এক অপরিসীম যন্ত্রণাদগ্ধ পরিণতির মধ্য দিয়ে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। সিরাজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা একইভাবে ট্র্যাজেডির শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে। এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকার মধ্য দিয়ে সিরাজকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই এক অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আবার একথাও সত্য যে, সিরাজের মৃত্যু তাঁর যন্ত্রণাভোগেরও অবসান ঘটিয়েছে– যা ট্র্যাজেডির মেজাজ কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে। সমকালের চাহিদা বিবেচনায় রেখে নাট্যকার গ্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তিবাদে আগ্রহী ছিলেন না। অথচ গ্রিক ট্র্যাজেডি মানেই শেষ পর্যন্ত নায়কের অন্তহীন দুর্ভোগে নিপতিত হওয়া। কিন্তু 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের রচনাকাল মূলত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হওয়ার সময়। এসময় ব্যর্থতা কারুণ্য আনতে পারে কিন্তু তা কোনোভাবেই সীমাহীন যন্ত্রণায় অবসিত হতে পারে না। তাই নাট্যকার শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডির নায়কের বিবেচনাগত ভুল বা error of judgement-কে সিরাজের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। এ ধরনের ট্র্যাজেডিতে নায়কের কোনো স্খলন বা ক্ষুদ্র ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত তার চরম পরিণতির জন্য দায়ী বলে গণ্য করা হয়। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, ষড়যন্ত্র টের পেয়েও ঔদার্য ও মানবিকতার গুণে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কখনো চরমভাবে নির্মম ও কঠোর হতে পারেননি। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি যুদ্ধ করেছেন, পরাজিত হয়ে আপাতভাবে পালিয়ে গিয়েও আবার যুদ্ধ করতে চেয়েছেন, শেষে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ট্র্যাজেডির বিধিবদ্ধ কাঠামো এ নাটকে অনুসৃত হয়নি। তবে করুণরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়েছে যাতে নাটকটি মেলোড্রামা বা অতি-নাটকে পরিণত না হয়। তাই পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি হওয়ার পরিবর্তে ট্র্যাজেডির লক্ষণাক্রান্ত হওয়াই এই নাটকের শিল্পসাফল্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবে শিল্পসীমা লঙ্ঘন না করে এ নাটককে এক বেদনার্দ্র করুণরসাত্মক পরিণতি দান করেছেন।

০৭. 'আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।' এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজেই নিজের নবাবির বিরুদ্ধে করেছেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন একাধারে জনদরদী ও দেশপ্রেমিক শাসক। তিনি মনে করতেন, বাংলার সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু ইংরেজ বেনিয়াদের অত্যাচারে তাঁর রাজ্যের সাধারণ প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তাই সিরাজউদ্দৌলা এজন্য নিজের দুর্বল শাসনকেই দায়ী করেছেন।

০৮. 'আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়' উক্তিটির তাৎপর্য লেখ।

উত্তর : নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতার মসনদে আরোহণের পর থেকেই চারদিকে শুধু বাধার দেয়াল দেখতে পান, মনের সেই আক্ষেপ প্রকাশার্থে তিনি স্ত্রীকে আলোচ্য উক্তিটি করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতার মসনদে আরোহণের পর থেকেই তাঁর ঘরে-বাইরে ব্যাপক শত্রুতা শুরু হয়। তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য অমাত্যরা তাঁর সাথে প্রতারণা করে। এ কারণে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং প্রচণ্ড কষ্ট পান। খালা ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজকে ভুল বুঝলে তিনি স্ত্রী লুৎফাকে জানান, আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।

০৯. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' এ উক্তিটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' বলতে আত্মীয়-পরিজনদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বোঝানো হয়েছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে আত্মীয়স্বজন সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলায়। এমনকি তারা নবাবের সঙ্গে ধর্মের নামে ওয়াদা করেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। লুৎফুন্নেসা ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা বলতে গেলে নবাব প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেন।

১০. 'দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়ে বড়।' উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বিশ্বাসঘাতক ও অর্থের পূজারি উমিচাঁদ নিজের স্বার্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঘসেটি বেগমকে আলোচ্য মন্তব্যটি করেন।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে দেখা যায়, নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে প্রায় সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শওকতজঙ্গ নবাব হলে কে কী পাবে, তা নিয়ে ঘসেটি বেগম দরবার বসিয়েছেন। নবাব সিরাজ ক্ষমতায় থাকলে উমিচাঁদ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারবে না, তাই সে শওকতজঙ্গকে সমর্থন করেন। কারণ তার দরকার অর্থ, অর্থই হলো তার কাছে সব; তাই সে জানায়, দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।

১১. 'উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক' কে, কেন একথা বলেছেন?

উত্তর : দ্বিচারিণীর মতো কাজ করায় ইংরেজ কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ উমিচাঁদকে এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন।

লাহোরের অধিবাসী উমিচাঁদ অর্থোপার্জনের জন্য বাংলায় এসে দালালি করে। কখনো বাংলার নবাবের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে, আবার কখনো ইংরেজদের সাথে। তার চরিত্রে ধুরন্ধর, শঠতা, ঠগবাজি, ধূর্ত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়। স্বার্থের কারণে ইংরেজদের গোপন কথা নবাবকে বলে দিলে ইংরেজ কর্নেল ক্লাইভ তাকে এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেন।

১২. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না।' কে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন?

উত্তর : নবাব সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ সৈন্য সংগ্রহের জন্য টাকা নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলে বার্তাবাহকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনাকালে সিরাজউদ্দৌলা আলোচ্য উক্তিটি করেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয় হয়। পরাজিত হওয়ার পর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নবাব রাজধানীতে ফিরে যান। নবাব সিরাজের শ্বশুর সেনাবাহিনী গঠনের জন্য প্রচুর টাকা নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলে নবাব বিস্মিত হন। অনেকেই ইরিচ খাঁর মতো টাকা নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে পালিয়ে গেলে নবাব সিরাজ দ্বিতীয় বার্তাবাহককে জানান, ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না।

১৩. 'ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জগৎশেঠ কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেন।

কর্নেল ক্লাইভ অত্যন্ত কৌশলী হয়ে কর্ম পরিচালনা করে থাকেন বলে নানা সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে কর্নেল ক্লাইভ আবার বিভিন্নভাবে হেয়ও হয়েছেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নবাবের সৈন্যদের কাছে ধাওয়াও খেয়েছেন তিনি। কর্নেল ক্লাইভের এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করতেই জগৎশেঠ আলোচ্য উক্তিটি করেন।

১৪. 'ইনি কি নবাব, না ফকির?' উক্তিটি কে, কোন প্রসঙ্গে করেছেন?

উত্তর : সুবে বাংলার নবাব হওয়ার পরও মিরজাফর যখন সিংহাসনে না বসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন রবার্ট ক্লাইভ আলোচ্য উক্তিটি করেন।

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করলে মিরজাফর বাংলার নবাব হন। তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ ইংরেজরা তাকেই নামেমাত্র নবাব ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী তার সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু মিরজাফর যখন ক্লাইভের হাত ধরা ছাড়া মসনদে বসতে রাজি হচ্ছিল না তখন ক্লাইভ মিরজাফরকে তাচ্ছিল্য করে এ উক্তিটি করে।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখন

১৫. সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?

উৎস : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে আলোচ্য উক্তিটি নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ক্লাইভের তৈরি করা দলিলে স্বাক্ষর করার সময় মিরজাফরের মধ্যে সামান্য দেশপ্রেম জেগে উঠলে তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেন।

বিশ্লেষণ : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। নবাবের প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও নবাব ও দেশের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্বার্থবাদী ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে নবাব হওয়ার পাঁয়তারা করে মিরজাফর। ক্ষমতা পাওয়ার জন্য সে এতই উন্মাদ হয়েছিল যে, দেশের শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এই লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় রাজবল্লভের কথা শুনে মিরজাফরের মধ্যে সুপ্ত দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে, তাই তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেন।

১৬. বোঝা যতই দুর্বহ হোক, আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব।

উৎস : আলোচ্য উক্তিটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর উজিরদের অভ্রান্তমূলক আশ্বাস প্রদানে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসকে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ : সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলতে থাকে। রাজ্যের কতিপয় উজির কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে ইংরেজরা নিজেদের ব্যবসাকে আরো বেশি বিস্তৃত করতে এদেশের নিরীহ প্রজাদের ওপর নিপীড়নমূলক আচরণ করতে থাকে। নবাবের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এসব কর্মকাণ্ডের পিছনে নবাবের বিশ্বস্ত লোকদের হাত রয়েছে। দেশের কল্যাণের জন্য নবাব তাঁর উজিরদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চান। নবাব সবার কাছ থেকে অভ্রান্তমূলক আচরণ প্রত্যাশা করে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসকে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য উক্তির মধ্য দিয়ে।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

...কালে সিরাজের মুষ্টিবদ্ধ হাত কীসের প্রতীক? [খ ২২-২৩]
ক প্রতিরোধের খ অন্তিম প্রচেষ্টার গ স্বদেশপ্রেমের ঘ আন্দোলনের উ: (খ)

...উদ্দৌলা নাটকে 'দি ব্রেভেস্ট সোলজার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে– [খ ২১-২২]
ক সাঁফ্রেকে খ বদ্রিআলিকে গ মিরমর্দানকে ঘ নারান সিংকে উ: (গ)

...আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।' সিরাজ ...কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছিলেন? [খ ২১-২২]
ক যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি গমন খ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ
গ মিরনের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় ঘ কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণ উ: (ক)

...ইতিহাসের একজন সামন্ত নবাব হয়েও সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজ চরিত্রটি হয়ে ...উঠেছে– [খ ১৯-২০]
ক দেশপ্রেমিক নেতা খ ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্নকারী গ লড়াকু বীর ঘ জনদরদি উ: (ক)

...শুধু তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।' সিরাজকে হটানোর এ চক্রান্তসূত্রের ...মিল রয়েছে যে বাগ্‌ধারার– [খ ১৮-১৯]
ক স্বর্ণদর্পে হত লঙ্কা খ কালনেমির লঙ্কাভাগ
গ গাঙ পার হলে কুমিরকে কলা ঘ বানরের রুটিভাগ উ: (খ)

...আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তি নয় ...' সিরাজউদ্দৌলা তাহলে পলাশিতে ...কীসের ওপর ভরসা করতে চেয়েছিলেন? [খ ১৭-১৮]
ক সাঁফ্রের সৈন্যদলের সাহসিকতার উপর
খ মোহনলাল-মিরমর্দানের বিচক্ষণতার উপর
গ মিরজাফর-রায়দুর্লভের স্বদেশপ্রেমের উপর
ঘ ক্লাইভের সৈন্যদলের দুর্বলতার উপর উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি? [E : ২৩-২৪]
ক প্রথম খ দ্বিতীয় গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ উ: (গ)

...কোন নাটকটি প্রহসন শ্রেণির নয়? [D : ২৩-২৪]
ক লালসালু খ ফাউস্ট গ স্বপ্ন বাসবদত্তা ঘ প্রমিথিউস

Note: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'লালসালু'। 'ফাউস্ট' হলো ট্র্যাজেডি নাটক। 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' হলো সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত নাটক। 'প্রমিথিউস' হলো গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটক।

...কোন নাটকটি ট্র্যাজেডি শ্রেণির নয়? [D : ২৩-২৪]
ক ঈদিপাউস খ আগামেমনন
গ হ্যামলেট ঘ টেমিং অব দ্য শ্রু উ: (ঘ)

...কোনটি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস নয়? [D : ২৩-২৪]
ক গণদেবতা খ পদ্মগ্রাম গ অপরাজিত ঘ বহিপীর উ: (ঘ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নৌবে সিং হাজারি কে ছিলেন? [B : ২৩-২৪]
ক সেনাপতি খ ফরাসি সৈনিক
গ নবাবের দেহরক্ষী ঘ গুপ্তচর উ: (ক)

...সিরাজের পতন কে না চায়?' সংলাপটি কার?
ক রায়দুর্লভ খ মীরজাফর গ ঘসেটি বেগম ঘ উমিচাঁদ উ: (গ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে তৃতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি? [B ২২-২৩]
ক ভাগীরথী নদীতে জাহাজ খ ঘসেটি বেগমের বাড়ি
গ সিরাজের শিবির ঘ নবাবের দরবার উ: (খ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের স্থান ছিল কোনটি? [B : ২১-২২]
ক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ খ নবাবের দরবার
গ ঘসেটি বেগমের বাড়ি ঘ পলাশিতে সিরাজের শিবির উ: (গ)

..."মানিক সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন- এ বড় লজ্জার কথা" 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ...এই উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক জগৎশেঠ খ উমিচাঁদ গ রাজবল্লভ ঘ মানিকচাঁদ উ: (খ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে "ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার ...কাছে" উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক ড্রেক খ মার্টিন গ হ্যারি ঘ হলওয়েল উ: (খ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে "ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্য" উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক মিরমর্দান খ ওয়ালি খান গ ক্যাপ্টেন ক্লেটন ঘ রায়দুর্লভ উ: (খ)

১২. "শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে" উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক মোহনলাল খ সিরাজ গ মিরমর্দান ঘ রায়দুর্লভ উ: (খ)

১৩. 'আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক রাজবল্লভ খ মিরজাফর গ উমিচাঁদ ঘ সিরাজ উ: (খ)

১৪. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান কোনটি? [B : ২১-২২]
ক নবাবের দরবার খ মিরনের শিবির
গ মিরজাফরের আবাস ঘ পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র উ: (ক)

১৫. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা' উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক ড্রেক খ কিলপ্যাট্রিক গ হলওয়েল ঘ ওয়াটস উ: (ঘ)

১৬. সিরাজউদ্দৌলার পতনের কারণ– [C : ২১-২২]
ক স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা খ স্বজনপ্রীতি
গ অপরিণামদর্শিতা ঘ মোহনলালের ওপর আস্থা উ: (গ)

১৭. 'আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।' কার সংলাপ? [C, ১৭-১৮]
ক উমিচাঁদ খ সিরাজ গ হলওয়েল ঘ মিরমর্দান উ: (ক)

১৮. 'চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো, কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎপেতে বসে আছে।' কার সংলাপ? [C, ১৭-১৮]
ক জগৎশেঠ খ রাইস গ মিরজাফর ঘ রায়দুর্লভ উ: (গ)

১৯. 'শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।' সংলাপটি কার? [C, ১৭-১৮]
ক জগৎশেঠ খ মিরজাফর গ ঘসেটি বেগম ঘ রায় দুর্লভ উ: (গ)

২০. 'তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইউর ওন ইন্টারেস্ট' কার উক্তি? [C, ১৭-১৮]
ক মিরন খ ড্রেক গ রাইস ঘ ক্লাইভ উ: (ঘ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নবাব সিরাজের পতনের পর 'ক্লাইভের গাধা' পরিচিতি পায়– [B : ২৩-২৪]
ক মিরজাফর খ রাজবল্লভ
গ উমিচাঁদ ঘ মিরন উ: (ক)

০২. সিকান্দার আবু জাফর কোন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [C : ২৩-২৪]
ক সমকাল খ সবুজপত্র গ ভারতী ঘ নবযুগ উ: (ক)

০৩. 'আমার নালিশ আজ নিজের বিরুদ্ধে'– উক্তিটি কার? [A : ২৩-২৪]
ক সিরাজের খ জগৎশেঠের গ মীরজাফরের ঘ রায়দুর্লভের উ: (ক)

০৪. "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকটি কতটি অঙ্কে রচিত? [A ২২-২৩]
ক সাত খ ছয় গ পাঁচ ঘ চার উ: (ঘ)

০৫. "সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে।" সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে এ উক্তিটি কার? [A : ২১-২২]
ক রাজবল্লভের খ সিরাজউদ্দৌলার
গ মিরজাফরের ঘ মিরমর্দানের উ: (ক)

০৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান– [A : ২১-২২, চবি A : ২১-২২, A১৭-১৮]
ক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ খ মিরজাফরের বাড়ি
গ নবাবের দরবার ঘ ঘসেটি বেগমের বাড়ি উ: (ক)

০৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮]
ক সিকান্দার আবু জাফর খ সৈয়দ শামসুল হক
গ উৎপল দত্ত ঘ সাঈদ আহমদ উ: (ক)

০৮. 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সঙ্কল্প টলাতে পারেনি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [D১৭-১৮]
ক সাহসিকতা খ ভীরুতা গ পলায়নপরতা ঘ নির্দয়তা উ: (ক)

০৯. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচরের নাম কী? [A ১৭-১৮]
ক নায়ান সিং খ নারান সিং
গ নয়ন সিং ঘ নকুল সিং উ: (খ)

১০. সিকান্দার আবু জাফর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন? [B১৭-১৮]
ক দৈনিক নবযুগ খ সাপ্তাহিক অভিযান
গ দৈনিক বাংলা ঘ ইত্তেফাক উ: (খ)

১১. 'দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?' সংলাপটি কে বলেছে? [B ১৬-১৭]
ক লুৎফা খ সিরাজ গ মোহনলাল ঘ আমিনা বেগম উ: (ক)

CamScanner

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ওয়াটসনের সই জাল করেছিল– [B : ২৩-২৪]
ⓚ ক্লাইভ ⓚ হলওয়েল ⓖ লুসিংটন ⓖ কিলপ্যাট্রিক উ: (গ)

০১. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ওয়াটসনের সই জাল করেছিল– [B : ২৩-২৪]
(ক) ক্লাইভ (খ) হলওয়েল (গ) লুসিংটন (ঘ) কিলপ্যাট্রিক — উ: (গ)

০২. চেঙ্গিস খান কোন জাতির নেতা ছিলেন? [B : ২৩-২৪]
(ক) চৈনিক (খ) মোঙ্গল (গ) পারস্য (ঘ) পাঞ্জাবি — উ: (খ)

০৩. 'ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা'– কার উক্তি? [B : ২৩-২৪]
(ক) হলওয়েল (খ) উমিচাঁদ (গ) ক্লেটন (ঘ) ওয়ালি খান — উ: (খ)

০৪. হলওয়েলের বর্ণনায় অন্ধকূপে কত জন ইংরেজ মারা যায়? [B1 : ২৩-২৪]
(ক) ১২৩ (খ) ১২৬ (গ) ১২৯ (ঘ) ১৩১ — উ: (ক)

০৫. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে লুৎফুন্নেসা কার কন্যা? [B ২২-২৩]
(ক) মির্জা ইরাজ খান (খ) মির্জা জয়নুদ্দিন (গ) মিরমর্দান (ঘ) হাজি আহমদ — উ: (ক)

০৬. "আমরা সবাই সন্দেহের দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে।" সিরাজউদ্দৌলা নাটকের এই সংলাপটি কার? [B ২২-২৩]
(ক) রাইসের (খ) জগৎশেঠের (গ) মীরজাফরের (ঘ) ক্লাইভের — উ: (গ)

০৭. "বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।" কার উক্তি? [B ২২-২৩]
(ক) উমিচাঁদ (খ) মানিকচাঁদ (গ) রায়দুর্লভ (ঘ) মিরমদন — উ: (ক)

০৮. 'সিরাজউদ্দৌলা' কয় অঙ্কের নাটক? [D ২২-২৩]
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ — উ: (খ)

০৯. 'দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদা মশায়ের চেয়েও বড়' কার উক্তি? [D : ২১-২২, B ১৯-২০]
(ক) উমিচাঁদ (খ) মানিকচাঁদ (গ) জগৎশেঠ (ঘ) রাজবল্লভ — উ: (ক)

১০. কোন নদীর তীরে পলাশী অবস্থিত? [D : ২১-২২]
(ক) কর্ণফুলি (খ) যমুনা (গ) বুড়িগঙ্গা (ঘ) ভাগীরথী — উ: (ঘ)

১১. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে যে পাখির ডাক অমঙ্গলসূচক হিসেবে বিবেচিত– [B1 : ২১-২২, ৭ কলেজ]
(ক) পেঁচার ডাক (খ) কোকিলের ডাক (গ) কাকের ডাক (ঘ) কুকুরের ডাক — উ: (ক)

১২. মোহাম্মদী বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল? [B : ২১-২২]
(ক) ১০,০০০ (খ) ৮০০০ (গ) ৭০০০ (ঘ) ৫০০০ — উ: (ক)

১৩. কোন কবি নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রনির্ভর নাটক রচনা করেন? [B : ২১-২২, D ১৯-২০]
(ক) মোহাম্মদ আবু জাফর (খ) সিকান্‌দার আবু জাফর (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) আবু জাফর — উ: (খ)

১৪. 'আমি জানি হি ইজ এ ডেড হর্স' এখানে 'ডেড হর্স' বলতে বোঝানো হয়েছে— [B : ২১-২২]
(ক) রাজবল্লভকে (খ) জগৎশেঠকে (গ) সিরাজউদ্দৌলাকে (ঘ) ক্লাইভকে — উ: (গ)

১৫. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা' সংলাপটি কার? [B : ২১-২২]
(ক) হলওয়েল (খ) ওয়ালি খান (গ) ক্লেটন (ঘ) ক্লাইভ — উ: (গ)

১৬. সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকাটি ছিল [B : ২১-২২]
(ক) মাসিক (খ) পাক্ষিক (গ) সাপ্তাহিক (ঘ) দৈনিক — উ: (ক)

১৭. 'উই হ্যাভ কাম টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইনটু পলিটিক্স।' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের এই সংলাপ উচ্চারণ করেছে– [B : ২১-২২]
(ক) ক্লেটন (খ) ওয়াটসন (গ) হলওয়েল (ঘ) জর্জ — উ: (খ)

১৮. 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছে' কার উক্তি? [A : ২১-২২]
(ক) হলওয়েল (খ) সিরাজ (গ) উমিচাঁদ (ঘ) ক্লেটন — উ: (খ)

১৯. 'আমি জানি হি ইজ এ ডেড হর্স' উক্তিটি কার? [A : ২১-২২]
(ক) হলওয়েল (খ) ক্লাইভ (গ) উমিচাঁদ (ঘ) ক্লেটন — উ: (খ)

২০. 'বোঝা যত দুর্বহই হোক, একাই তা বইবার চেষ্টা করব' উক্তিটি কার? [B ১৭-১৮]
(ক) মিরজাফর (খ) সিরাজউদ্দৌলা (গ) জগৎশেঠ (ঘ) লুৎফুন্নিসা — উ: (খ)

২১. সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম– [B ১৭-১৮]
(ক) সুজাউদ্দৌলা (খ) মঈনুদ্দীন (গ) আসাফদ্দৌলা (ঘ) জয়েন উদ্দিন — উ: (ঘ)

২২. সততার চেয়ে অর্থকে অধিকতর মূল্যবান মনে করে কোন চরিত্র? [D3 ১৬-১৭]
(ক) ঘসেটি বেগম (খ) লুৎফুন্নেসা (গ) ক্লেটন (ঘ) উমিচাঁদ — উ: (ঘ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।' উক্তিটি কে করেছেন? [B : ২৩-২৪]
(ক) ক্লেটন (খ) উমিচাঁদ (গ) মানিকচাঁদ (ঘ) ওয়ালি খান — উ: [illegible]

০২. সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'অভিযান' পত্রিকাটি কোন শহর থেকে প্রকাশিত হতো? [A : ২৩-২৪]
(ক) ঢাকা (খ) কলকাতা (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) রাজশাহী — উ: [illegible]

০৩. সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড ঘটে কোথায়? [A ২২-২৩]
(ক) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে (খ) জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় (গ) নিজ প্রাসাদে (ঘ) নবাবের দরবারে — উ: [illegible]

০৪. 'ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' সিরাজউদ্দৌলার এই উক্তি কার প্রতি? [A ২২-২৩]
(ক) ক্লাইভ (খ) হলওয়েল (গ) ড্রেক (ঘ) মার্টিন — উ: [illegible]

০৫. সিরাজ-উদ্-দৌলা নাটকে ঘসেটি বেগমের পালক পুত্রের নাম কী? [B : ২১-২২]
(ক) মীর মীরন (খ) মীর জুমলা (গ) মানিক চাঁদ (ঘ) শওকত জং — উ: [illegible]

Note: ঘষেটি বেগমের পোষ্যপুত্র একরামউদ্দৌলা।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ইংল্যান্ডের বীর সন্তান বলে কে নিজের পরিচয় দেয়? [B ১৯-২০]
(ক) ড্রেক (খ) ক্লেটন (গ) ওয়াটস (ঘ) ক্লাইভ — উ: [illegible]

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাব সিরাজের হত্যাকারী কে? [A ১৭-১৮]
(ক) মোহাম্মদী বেগ (খ) মিরজাফর (গ) মিরন (ঘ) ক্লাইভ — উ: [illegible]

০৩. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়' এটি কার সংলাপ? [A ১৭-১৮]
(ক) মোহনলালের (খ) মিরমর্দানের (গ) সিরাজউদ্দৌলার (ঘ) ক্লাইভের — উ: [illegible]

০৪. রসের দিক থেকে 'সিরাজউদ্দৌলা' কোন শ্রেণির নাটক? [A ১৭-১৮]
(ক) বীর রসাত্মক (খ) হাস্য রসাত্মক (গ) ব্যঙ্গ রসাত্মক (ঘ) করুণ রসাত্মক — উ: [illegible]

০৫. পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের নেতৃত্ব দেয় কে? [A ১৭-১৮]
(ক) কর্নেল ক্লাইভ (খ) হলওয়েল (গ) মিরজাফর (ঘ) ওয়াটস — উ: [illegible]

০৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি? [C ১৭-১৮]
(ক) তৃতীয় (খ) দ্বিতীয় (গ) চতুর্থ (ঘ) প্রথম — উ: [illegible]

০৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যের স্থানিক পটভূমি কোথায়? [A ১৭-১৮]
(ক) জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা (খ) নবারের দরবার (গ) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ (ঘ) পলাশীর প্রান্তর — উ: [illegible]

০৮. ১৭৪০-১৭৫৬ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন কে? [C ১৬-১৭]
(ক) সিরাজউদ্দৌলা (খ) আলিবর্দি খাঁ (গ) মিরজাফর (ঘ) মীর কাশেম — উ: [illegible]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সিরাজের পতন কে না চায়' সংলাপটি কার? [B ১৭-১৮]
(ক) রায়দুর্লভ (খ) মীরজাফর (গ) উমিচাঁদ (ঘ) ঘসেটি বেগম — উ: [illegible]

০২. মিরজাফরের গুপ্তচর কে? [B ১৭-১৮]
(ক) কমর বেগ (খ) উমর বেগ (গ) মানিকচাঁদ (ঘ) রাইসুল জুহালা — উ: [illegible]

০৩. রাইসুল জুহালা কে? [B ১৭-১৮]
(ক) মিরমর্দান (খ) মোহনলাল (গ) নারান সিং (ঘ) মিরন — উ: [illegible]

০৪. সিকান্‌দার আবু জাফর রচিত উপন্যাস কোনটি? [B ১৭-১৮]
(ক) মাটি আর অশ্রু (খ) পদ্মা মেঘনা যমুনা (গ) দেয়াল (ঘ) কাঁদো নদী কাঁদো — উ: [illegible]

০৫. 'কেউ এক চুল নড়লে প্রাণ যাবে' উক্তিটি কার? [C ১৭-১৮; রাবি B ১৬-১৭]
(ক) রাজবল্লভের (খ) মানিকচাঁদের (গ) রায়দুর্লভের (ঘ) উমিচাঁদের — উ: [illegible]

০৬. 'বাংলার প্রজা সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি' নবাব এর দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? [H ১৬-১৭]
(ক) সাহসী (খ) সন্ত্রাসী (গ) অপরাধী (ঘ) সুবিবেচক — উ: [illegible]

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আপনাকে আমরা মায়ের মত ভালবাসি।' ঘসেটি বেগমকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিল– [A ১৯-২০; ঢাবি খ ১৮-১৯]
(ক) সিরাজ (খ) রাইসুল জুহালা (গ) লুৎফা (ঘ) আমিনা — উ: [illegible]

০২. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন? [B ১৯-২০]
(ক) মানিকচাঁদ (খ) উমিচাঁদ (গ) রাজবল্লভ (ঘ) রায়দুর্লভ — উ: [illegible]

০৩. জগৎশেঠের প্রকৃত নাম কী? [B ১৯-২০]
(ক) ফতেহ চাঁদ (খ) কামাল লোহানী (গ) দিগম্বর রায় (ঘ) বীরচন্দ্র শেঠ — উ: [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মিরজাফর, ক্লাইভ ও রাজবল্লভ এর কথোপকথনে দুটো দলিলে কোন প্রসঙ্গটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে? [C ১৯-২০]
ⓚ রাজনৈতিক ⓚ আর্থিক ⓖ শাসন ক্ষমতা ⓖ জমিদারি বণ্টন উ: খ

কোথায় যেতে পারলে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে বলে নবাব প্রত্যয় ব্যক্ত করেন? [B ১৮-১৯]
ⓚ মুর্শিদাবাদ ⓚ কলকাতা ⓖ ঢাকা ⓖ পাটনা উ: ঘ

সিরাজ তাঁর চারপাশে 'দেয়াল' বলেছেন কোনটিকে? [B ১৮-১৯]
ⓚ অধীনদের ষড়যন্ত্রকে ⓚ ইংরেজদের সহযোগিতাকে
ⓖ স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষাকে ⓖ আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতাকে উ: ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সিকান্দার আবু জাফরের মূল পেশা কী ছিল? [D ১৮-১৯]
ক শিক্ষকতা খ ওকালতি গ সাংবাদিকতা ঘ ডাক্তারি উ: গ

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে সিরাজকে একজন হৃদয়বান, মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে? [G ১৭-১৮]
ক দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে খ দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে
গ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঘ তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উ: ক

০৩. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপটি কার? [D ১৬-১৭]
ক নবাব সিরাজউদ্দৌলার খ মীর জাফরের
গ রাইসুল জুহালার ঘ ক্লেটনের উ: ঘ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত পত্রিকা : [FASS : ২১-২২, রাবি A ১৮-১৯; বেরোবি A ১৭-১৮]
ক সমকাল খ সবুজপত্র গ সমাচার দর্পণ ঘ দিক-দর্শন উ: ক

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি কয়টি অঙ্কে বিভক্ত? [FASS : ২১-২২]
ক তিনটি খ চারটি গ দুইটি ঘ একটি উ: খ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. সিরাজউদ্দৌলার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল? [B ২২-২৩]
ক জমিদার বিদ্রোহ খ ইংরেজদের ষড়যন্ত্র
গ পরিবার প্রীতি ঘ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র উ: ঘ

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রে সিরাজউদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কে? [২২-২৩]
ক খলিলুর রহমান খ আনোয়ার হোসেন গ উত্তম কুমার ঘ রাজ্জাক উ: খ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যের স্থান কোনটি? [মানবিক ২২-২৩]
ক মিরজাফরের দরবার খ সিরাজউদ্দৌলার শিবির
গ জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা ঘ মিরনের আবাস উ: গ

০২. 'জাহেলদের রইস'-রাইসুল জুহালাকে এই নামে কে অভিহিত করেন? [মানবিক ২২-২৩]
ক ঘসেটি বেগম খ রায় দুর্লভ গ রাজবল্লভ ঘ জগৎশেঠ উ: খ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. "আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই" উক্তিটি কার? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪; জাবি E : ২৩-২৪; গার্হস্থ্য Humanities : ২১-২২]
ক মোহনলালের খ সিরাজউদ্দৌলার গ মিরমর্দানের ঘ সাঁফ্রের উ: ক

০২. 'রাইসুল জুহালা' অর্থ কী? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক গুপ্তচর খ ভাঁড়দের সর্দার গ মূর্খদের সর্দার ঘ বিশ্বস্ত ব্যক্তি উ: গ

০৩. সাহিত্যের কোন শাখাটি সংলাপনির্ভর? [Science : ২১-২২]
ক গল্প খ মহাকাব্য গ নাটক ঘ আত্মজীবনী উ: গ

০৪. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?' উক্তিটি কার? [Humanities : ২০-২১]
ক রাজবল্লভ খ জগৎশেঠ গ উমিচাঁদ ঘ মীরজাফর উ: ঘ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'খাজাঞ্চি' বলতে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়? [ঢা. বো. ২৪]
ক সেনাপতিকে খ নবাবকে গ কোষাধ্যক্ষকে ঘ গুপ্তচরকে উ: গ

০২. মীর জাফরের প্রকৃত নাম কী? [ঢা. বো. ২৪]
ক মীর জাফর খান খ জাফর আলি খান
গ মীর জাফর আলি খাঁ ঘ মির্জা জাফর খান উ: গ

▫ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হাসেমের বাবা অনাথ শাহেদকে ছোটকাল থেকে সন্তানস্নেহে লালন-পালন করেন। হাতেমের সঙ্গে তার নিকট আত্মীয় শামসু মিয়ার বিরোধ সৃষ্টি হলে মাত্র পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে শামসু মিয়ার প্ররোচনায় হাতেমকে নির্মমভাবে খুন করে শাহেদ।

০৩. উদ্দীপকের শাহেদ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? [রা. বো. ২৪]
ক মিরন খ উমিচাঁদ গ মোহাম্মদি বেগ ঘ মিরজাফর উ: গ

০৪. নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কয়েদখানায় হত্যা করেছিল কে? [রা. বো. ২৪]
ক মিরন খ ক্লাইভ গ মোহাম্মদি বেগ ঘ মিরজাফর উ: গ

০৫. মিরজাফরের গুপ্তচর কে? [চ. বো. ২৪]
ক উমর বেগ খ কমর বেগ গ মানিক চাঁদ ঘ রাইসুল জুহালা উ: ক

▫ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একজন বিদেশি হয়েও ডব্লিও.এ.এস ওডারল্যান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন।

০৬. উদ্দীপকের ডব্লিও.এ.এস ওডারল্যান্ড 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন চরিত্রের অনুরূপ? [চ. বো. ২৪]
ক মোহনলাল খ মীর মর্দান গ রাইসুল জুহালা ঘ সাঁফ্রে উ: ঘ

০৭. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিষয়টিকে ধারণ করেছে? [চ. বো. ২৪]
ক দেশপ্রেম খ উদারতা
গ প্রতিবাদী চেতনা ঘ কৃতজ্ঞতা উ: ঘ

০৮. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের পদাতিক বাহিনী কোন দিক দিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেন? [দি. বো. ২৪]
ক শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে খ দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে
গ দুর্গের পেছনের মাঠ দিয়ে ঘ দুর্গের সামনের নদী পেরিয়ে উ: খ

০৯. 'নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির।'– এ কথার মধ্য দিয়ে মিরজাফর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে? [দি. বো. ২৪]
ক নিরীহ খ কুশলী গ কৃতজ্ঞতাবোধ ঘ চাটুকারিতা উ: ঘ

১০. 'আমরা এক বাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।'– 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উক্তিটি কার? [দি. বো. ২৪]
ক রাজবল্লভ খ উমিচাঁদ গ জগৎশেঠ ঘ কৃষ্ণবল্লভ উ: ক

১১. সিকান্দার আবু জাফর কোন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [সি. বো. ১৬]
ক সমকাল খ নবযুগ
গ সবুজপত্র ঘ লাঙল উ: ক

১২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে অঙ্ক সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]
ক তিন খ চার গ পাঁচ ঘ সাত উ: খ

১৩. সিরাজউদ্দৌলার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল? [দি. বো. ২২]
ক ফরাসিদের ষড়যন্ত্র খ ইংরেজদের ষড়যন্ত্র
গ পরিবার প্রীতি ঘ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র উ: ঘ

১৪. রাইসুল জুহালা চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকে যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন– [দি. বো. ১৬]
ক ভাবগাম্ভীর্য খ বেদনা গ হাস্যরস ঘ ক্লাইমেক্স উ: গ

১৫. 'যত বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা।' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সংলাপটি কার? [সি. বো. ১৯; কু. বো. ১৬]
ক উমিচাঁদের খ নবাবের গ হলওয়েলের ঘ ক্লেটনের উ: ঘ

১৬. কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হন? [ব. বো. ২২]
ক একশো খ আড়াইশো গ তিনশো ঘ চারশো উ: খ

১৭. 'অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটির অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।' উক্তিটি কার? [য. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]
ক ইংরেজ মহিলা খ কিলপ্যাট্রিক
গ হ্যারি ঘ মার্টিন উ: ঘ

১৮. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাব কোথায় গিয়ে বন্দিদের বিচার করবেন? [সি. বো. ২৩]
ক মুর্শিদাবাদে খ কাশিমবাজারে
গ সুরাটে ঘ পাটনায় উ: ক

১৯. 'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।' উক্তিটি কে কাকে করেছে? [রা. বো. ১৭]
ক উমিচাঁদ ক্লেটনকে খ মানিকচাঁদ ক্লেটনকে
গ উমিচাঁদ হলওয়েলকে ঘ মানিকচাঁদকে হলওয়েলকে উ: গ

২০. কে নিজেকে 'দওলতের পূজারি' বলে পরিচয় দিয়েছে? [দি. বো. ২৩]
ক মিরজাফর খ মানিকচাঁদ
গ জগৎশেঠ ঘ উমিচাঁদ উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ' উই হ্যাভ কাম টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইন্টু পলিটিক্স।' ওয়াটসের এ কথা ইংরেজদের আচরণের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত–
i. বাকচাতুর্য ii. ছদ্মবেশ iii. প্রতারণা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ খ**

০২. 'আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি।' ক্লাইভের এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে–
i. মিরজাফরের প্রতি অনাস্থা
ii. নবাবের শাসনের প্রতি বশ্যতা
iii. নবাবের দেশপ্রেম চেতনায় শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ খ**

০৩. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শওকতজঙ্গের প্রকৃতি–
i. অকর্মণ্য ii. ক্ষমতানির্লিপ্ত iii. মাদকাসক্ত
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ ঘ**

০৪. মিরন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ শুনিয়েছিল–
i. বাংলার জনসাধারণকে উৎপীড়ন
ii. দরবারের পদস্থ আমির-ওমরাদের মর্যাদাহানি
iii. মতিঝিলের জলসা চিরকালের মতো ভেঙে দেওয়া
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
চরম ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের সময় স্বার্থের কারণে সাজিদ সাহেবের প্রতি স্ত্রী-সন্তানেরাও মুখ ফিরিয়ে দেয়, অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাজিদ সাহেবকে সেবা করার শপথ নেয় ভৃত্য শরিফ।

০৫. উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের যে ভাব প্রকাশিত, তা হলো–
i. স্বার্থপরতা ii. ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয় iii. আত্মীয়দের শৈথিল্য
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এদেশের কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য নির্মমভাবে হত্যা করে।

০৬. উদ্দীপক ও 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য–
i. দেশপ্রেম ii. উদারতা iii. বিশ্বাসঘাতকতা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
'অন্যায়ের কাছে নত নয় শির
ভয়ে কাঁদে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।'

০৭. উদ্দীপকে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ফুটে ওঠা দিকটি হলো–
i. দেশপ্রেম ii. বীরত্ব iii. উচ্চাকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **উ গ**

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকার প্রত্যাহারের কারণ কী ছিল?
ক রাজস্ব প্রদানে অনীহা খ কূটকৌশল
গ বিদ্রোহী মনোভাব ঘ ধৃষ্টতা **উ ঘ**

০২. 'ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে' মার্টিন কথাটি কেন বলেছে?
ক হলওয়েল ঘুষের কথা অস্বীকার করায় খ গভর্নর ড্রেক ঘুষের কথা অস্বীকার করায়
গ জগৎশেঠ ঘুষের কথা অস্বীকার করায় ঘ উমিচাঁদ ঘুষের কথা অস্বীকার করায় **উ খ**

০৩. সিরাজউদ্দৌলার বিরোধী পক্ষ শওকতজঙ্গকে নবাব করতে চেয়েছিলেন কেন?
ক অত্যাচারী শাসনের অবসান হবে খ বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত হবে
গ আপন আপন উদ্দেশ্য হাসিল হবে ঘ জনমনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে **উ গ**

০৪. প্রৌঢ়া ঘসেটি বেগম কেমন সাজে সজ্জিত ছিলেন?
ক জৌলুসহীন নিরাভরণ সাজে খ রাজমাতার সাজে
গ জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে ঘ নিরালংকার সাজে **উ গ**

০৫. দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও নারীমগ্ন থাকার কারণে কাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?
ক মুর্শিদকুলি খাঁকে খ সরফরাজ খাঁকে
গ আলিবর্দি খাঁকে ঘ হোসেন কুলি খাঁকে **উ ঘ**

০৬. উমিচাঁদজিকে দেওয়ার জন্য মিরজাফর গুপ্তচর রাইসকে কী দিয়েছিলেন?
ক হীরার আংটি খ সোনার মোহর গ সাংকেতিক মোহর ঘ রূপার মুদ্রা **উ গ**

০৭. 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কী বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কার?
ক উমিচাঁদের খ ক্লাইভের গ রায়দুর্লভের ঘ ওয়াটসের **উ খ**

০৮. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
ক পর্তুগিজ খ ইংরেজরা গ কোম্পানি ঘ মিরজাফর **উ গ**

০৯. কিন্তু দেশের শাসনক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়' কে, কাকে বলেছেন?
ক মিরজাফর, ক্লাইভকে খ সিরাজউদ্দৌলা, ক্লাইভকে
গ জগৎশেঠ, ক্লাইভকে ঘ রায়দুর্লভ, ক্লাইভকে **উ গ**

১০. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?' এখানে মিরজাফর চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক বাংলা বিক্রি করতে মনের কষ্ট হওয়া খ নবাব হওয়ার বাসনা
গ সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা ঘ আনন্দিত মনে উচ্ছ্বাস **উ গ**

১১. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কীরূপ ছিল?
ক প্রাণোচ্ছল খ করুণ গ মধুর ঘ বেদনার **উ খ**

১২. 'শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যও ওঁর দান কম নয়।' এখানে কার দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
ক মিরজাফরের খ মিরনের গ ঘসেটি বেগমের ঘ উমিচাঁদের **উ গ**

১৩. 'নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম' এ স্বপ্ন কার?
ক লুৎফুন্নিসার খ সিরাজউদ্দৌলার গ আমিনার ঘ ঘসেটি বেগমের **উ গ**

১৪. নবাব পক্ষের সব সিপাই লড়বে কিনা, সিরাজের এ দ্বিধান্বিত আশঙ্কার কারণ কী?
ক সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে খ ইংরেজরা যুদ্ধ নাও করতে পারে
গ ইংরেজরা আগে আক্রমণ করতে পারে ঘ নবাব সৈন্য পরাজিত হতে পারে **উ ক**

১৫. গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটতে শুরু করলে কে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন?
ক মোহনলাল খ সিরাজউদ্দৌলা গ উর্মিচাঁদ ঘ মিরজাফর **উ ক**

১৬. পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার একমাত্র ভরসা কী ছিল?
ক সেনাবাহিনীর শক্তিতে খ সেনাবাহিনীর দেশপ্রীতি জেগে ওঠার সম্ভাবনাটুকু
গ ইংরেজদের পরাজয় ঘ রাজধানীর কঠোর নিরাপত্তা **উ খ**

১৭. যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?
ক গঙ্গার তীরে খ শিবিরে গ লক্ষবাগে ঘ ভাগীরথীর তীরে **উ খ**

১৮. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
ক মিরমর্দান খ মোহনলাল গ মিরজাফর ঘ সাঁফ্রে **উ ক**

১৯. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
ক মিরজাফরের খ মিরমর্দানের গ মোহনলালের ঘ মিরনের **উ খ**

২০. 'বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি' উক্তিটি কে করেছেন?
ক মোহনলাল খ সিরাজউদ্দৌলা গ মিরজাফর ঘ মিরমর্দান **উ খ**

২১. 'পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না' উক্তিটি করে?
ক সিরাজউদ্দৌলার খ মোহনলালের গ মিরজাফরের ঘ লর্ড ক্লাইভের **উ ক**

২২. কখন এদেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে বলে সিরাজউদ্দৌলা উপলব্ধি করেন?
ক পলাশির প্রান্তরে পরাজিত হলে খ সেনাপতি নিহত হলে
গ ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে ঘ মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করলে **উ খ**

২৩. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
ক রাজশাহীর খ খুলনার গ ঢাকার ঘ নাটোরের **উ খ**

২৪. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়' উক্তিটি কার?
ক সিরাজউদ্দৌলার খ মিরমর্দানের গ মোহনলালের ঘ লর্ড ক্লাইভের **উ ক**

২৫. 'দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে' এখানে সিরাজউদ্দৌলা কাকে দেশপ্রেমিক বলেছেন?
ক পলাশির যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খ পলাশির যুদ্ধে নিহত সেনাপতিদের
গ আপামর জনসাধারণকে ঘ মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে **উ খ**

২৬. 'অন্ধকার ফাঁকা ঘরে বসে থেকে লাভ নেই নবাব।' সংলাপটি কার?
ক ঘসেটি বেগমের খ জনৈক প্রহরীর গ লুৎফুন্নিসার ঘ মোহনলালের **উ খ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...মি কি নবাব না ফকির?' কে, কাকে উদ্দেশ করে বলেছে?
ⓚ ...ইভ, মিরনকে ⓚ ক্লাইভ, মিরজাফরকে ⓖ ওয়াটস, মিরনকে ⓘ ওয়াটস, জাফরকে উ. (খ)

...সম্পন্ন করতে হলে আপনার হাত ধরেই করবো, তা না হলে নয়' কে, কাকে এ কথা বলেছে?
ⓚ মিরজাফর, ড্রেককে ⓚ মিরজাফর, ক্লাইভকে
ⓖ মিরজাফর, ওয়াটসকে ⓘ মিরজাফর, হলওয়েলকে উ. (খ)

...সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি ওয়ার ক্রিমিন্যাল।' উক্তিটি কার?
ⓚ মিরনের ⓚ ওয়াটসের ⓖ মিরজাফরের ⓘ লর্ড ক্লাইভের উ. (খ)

...সংলাপের মাধ্যমে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে?
ⓚ ক্লাইভের ⓚ সিরাজের ⓖ মোহাম্মদি বেগের ⓘ মিরনের উ. (গ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে কীভাবে?
ⓚ ঘৃণার মাধ্যমে ⓚ সহানুভূতির মাধ্যমে ⓖ মিলনের মাধ্যমে ⓘ বিরহের মাধ্যমে উ. (ক)

...কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।' কার উক্তি?
ⓚ হলওয়েল ⓚ ক্রেটন ⓖ ওয়াটস ⓘ ড্রেক উ. (খ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান–
ⓚ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ⓚ ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
ⓖ সংস্কৃত কলেজ ⓘ হিন্দু কলেজ উ. (খ)

...ব্যাপারে সবার মাথা গলানো সাজে না।' কাকে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন?
ⓚ ক্রেটন ⓚ মার্টিন ⓖ ওয়াটস ⓘ কিলপ্যাট্রিক উ. (খ)

...আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।' ক্লাইভের এ মন্তব্যের কারণ কী?
ⓚ চক্রান্ত সফল হওয়ায় ⓚ মিরজাফর স্বাক্ষর করায়
ⓖ সত্য চেপে রাখতে না পেরে ⓘ অসন্তুষ্ট হয়ে উ. (ক)

...রজার ড্রেক কে?
ⓚ গভর্নর ⓚ ক্যাপ্টেন ⓖ সেনাপতি ⓘ কলকাতায় উ. (ক)

...মিরকাশেমের পত্রানুযায়ী সিরাজ তাঁর সৈন্যদের হাতে কোথায় বন্দি হন?
ⓚ পাটনায় ⓚ পলাশিতে ⓖ ভগবানগোলায় ⓘ কলকাতায় উ. (গ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?
ⓚ দুইটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓘ একটি উ. (খ)

'A perfect scoundrel is this Omichand' সংলাপটি কে করেছিল?
ⓚ ওয়াটস ⓚ ড্রেক ⓖ হলওয়েল ⓘ জর্জ উ. (খ)

...তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন কে?
ⓚ উমিচাঁদ ⓚ মানিকচাঁদ ⓖ রায়দুর্লভ ⓘ রাজবল্লভ উ. (ঘ)

...কার অনুমতি পেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে–
ⓚ বাবর ⓚ আকবর ⓖ হুমায়ূন ⓘ জাহাঙ্গীরের উ. (ঘ)

...কোথায় নবাবের বিরুদ্ধে গোপন সভা বসে?
ⓚ জগৎশেঠের বাড়িতে ⓚ ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
ⓖ মিরজাফরের বাড়িতে ⓘ মিরনের বাড়িতে উ. (ঘ)

...বাংলা সাহিত্যে কোন নাটক নাট্যাঙ্গনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়?
ⓚ ভদ্রার্জুন ⓚ কুলীনকুলসর্বস্ব ⓖ শর্মিষ্ঠা ⓘ রাজা উ. (গ)

...সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কী তৈরি করার নির্দেশ দেন?
ⓚ মন্দির ⓚ মসজিদ ⓖ মিনার ⓘ দরগা উ. (খ)

...'এবার আমি আঘাত হানবই।' উক্তিটিতে মিরজাফরের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে–
ⓚ নিষ্ঠুরতার ⓚ সাহসিকতার ⓖ উদ্যমতার ⓘ বীর্যবানের উ. (ক)

...পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
ⓚ দশ হাজার ⓚ চল্লিশ হাজার ⓖ পঞ্চাশ হাজার ⓘ ত্রিশ হাজার উ. (গ)

...নবাবের মুখের শেষ বাক্যটি কী?
ⓚ বাংলার মানুষ তোমাদের ক্ষমা করবে না ⓚ এটা তোমরা অনেক বড় ভুল করলে
ⓖ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ⓘ লুৎফুন্নেসা তুমি ভালো থেকো উ. (গ)

...কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়?
ⓚ মিরমর্দানকে ⓚ রাজা মানিকচাঁদকে ⓖ উমিচাঁদকে ⓘ রাজবল্লভকে উ. (খ)

...মোহাম্মদি বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে প্রথমে কী দিয়ে আঘাত করে?
ⓚ বন্দুক ⓚ ছোরা ⓖ তলোয়ার ⓘ লাঠি উ. (ঘ)

...'... প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' কাকে বোঝানো হয়েছে?
ⓚ রাজবল্লভ ⓚ জগৎশেঠ ⓖ রায়দুর্লভ ⓘ নৌবে সিং উ. (ঘ)

...ক্লাইভের মতে বিশ্বাসঘাতক হলো–
ⓚ সিরাজউদ্দৌলা ⓚ মিরজাফর ⓖ উমিচাঁদ ⓘ রাজবল্লভ উ. (গ)

...'ওর কাছে সবকিছুই যেন জুয়াখেলা' পঠিত নাটকে 'ওর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ⓚ ক্লাইভকে ⓚ মিরজাফরকে ⓖ রাজবল্লভকে ⓘ জগৎশেঠকে উ. (ক)

...সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলেন কেন?
ⓚ গুপ্তচরকে সহযোগিতা করায় ⓚ নবাবের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায়
ⓖ গুপ্তচর হিসেবে কাজ করায় ⓘ আলিনগরের সন্ধি অমান্য করায় উ. (গ)

...সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে লোভের অন্ত নেই কার?
ⓚ মানিক চাঁদের ⓚ রাজবল্লভের ⓖ রায়দুর্লভের ⓘ উমিচাঁদের উ. (ঘ)

৫৫. 'Standing like pillars' বলা হয়েছে কাদের?
ⓚ মিরমর্দান, মোহনলাল, সাঁফ্রেকে ⓚ মিরন, শওকতজঙ্গ, নওয়াজিস খানকে
ⓖ মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভকে ⓘ শওকতজঙ্গ, রাজবল্লভকে উ. (গ)

৫৬. কোন নামটি কর্মদোষে ধিকৃত হয়েছে?
ⓚ মিরমর্দান ⓚ আলিবর্দি খাঁ ⓖ মিরজাফর ⓘ ক্লাইভ উ. (গ)

৫৭. কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন কে?
ⓚ রায়দুর্লভ ⓚ মিরমর্দান ⓖ মানিকচাঁদ ⓘ সিরাজউদ্দৌলা উ. (ঘ)

৫৮. নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজদের অবস্থা কেমন হয়েছিল?
ⓚ উৎসাহব্যঞ্জক ⓚ শোচনীয় ⓖ সাহসী ⓘ ভয়ঙ্কর উ. (খ)

৫৯. 'আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।' কে বলেছেন?
ⓚ হলওয়েল ⓚ ওয়াটস ⓖ ড্রেক ⓘ উমিচাঁদ উ. (ঘ)

৬০. 'এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর-ঈশ্বরকে ডাক।' উক্তিটি কার?
ⓚ ক্রেটন ⓚ ক্লাইভ ⓖ হলওয়েল ⓘ রোজার ড্রেক উ. (খ)

৬১. ট্র্যাজেডি নাটক কোন রসে আচ্ছাদিত থাকে?
ⓚ করুণ ⓚ বীর ⓖ মধুর রস ⓘ শৃঙ্গার রস উ. (ক)

৬২. ক্লাইভের দলিল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথায় মিরজাফর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে যে কারণে–
ⓚ আত্মস্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হওয়ার শঙ্কায় ⓚ দেশের কল্যাণের কথা ভেবে
ⓖ নবাবের কল্যাণের কথা ভেবে ⓘ বাজারের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে বলে উ. (ক)

৬৩. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?
ⓚ ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ ⓚ ভাগীরথী নদীর তীরে উইলিয়াম জাহাজ
ⓖ ঘসেটি বেগমের বাড়ি ⓘ নবাবের দরবার উ. (খ)

৬৪. ঘসেটি বেগমের প্রাসাদের নাম কী ছিল?
ⓚ হীরাঝিল ⓚ মতিঝিল ⓖ ঘসেটি মহল ⓘ মতিঝিল উ. (খ)

৬৫. ডাচরা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসেন–
ⓚ তেরো শতকে ⓚ চৌদ্দ শতকে ⓖ পনেরো শতকে ⓘ ষোল শতকে উ. (ঘ)

৬৬. 'যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবে' কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
ⓚ হলওয়েল ⓚ ক্রেটন ⓖ ওয়ার্টস ⓘ জর্জ উ. (খ)

৬৭. অর্থের লোভে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে কে?
ⓚ মোহাম্মদি বেগ ⓚ মিরন ⓖ মিরজাফর ⓘ মানিক চাঁদ উ. (ক)

৬৮. 'এবার আমি আঘাত হানবোই' উক্তিটি কার?
ⓚ মিরনের ⓚ মোহনলালের ⓖ মিরজাফরের ⓘ সিরাজউদ্দৌলার উ. (গ)

৬৯. 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজকে উদ্দেশ্য করে কে এ উক্তিটি করেছেন?
ⓚ হলওয়েল ⓚ মিনচিন ⓖ ক্রেটন ⓘ ক্লাইভ উ. (ক)

৭০. নবাবের রাজধানী ছিল কোথায়?
ⓚ কলকাতায় ⓚ ঢাকায় ⓖ মুর্শিদাবাদে ⓘ লাহোরে উ. (গ)

৭১. রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারে কে?
ⓚ মিরজাফর ⓚ ক্লাইভ ⓖ প্রহরী ⓘ জর্জ উ. (খ)

৭২. নবাবকে প্রথম কোথায় আঘাত করা হয়?
ⓚ পিঠে ⓚ বুকে ⓖ মাথায় ⓘ চোখে উ. (গ)

৭৩. ওয়ালি খান ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করেছে কেন?
ⓚ নিজে নবাব হওয়ার জন্য ⓚ ইংরেজদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
ⓖ বীরত্ব প্রমাণের জন্য ⓘ অর্থের লোভে উ. (ঘ)

৭৪. 'দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।' কে বলেছে?
ⓚ রায়দুর্লভ ⓚ মোহনলাল ⓖ মানিকচাঁদ ⓘ মিরজাফর উ. (ঘ)

৭৫. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের পক্ষে কয়টি কামান ছিল?
ⓚ ৫০টি ⓚ ৬০টি ⓖ ৭০টি ⓘ ৮০টি উ. (ক)

৭৬. মিরজাফর মসনদের জন্য কার কাছে ঋণী?
ⓚ মোহনলাল ⓚ হলওয়েল ⓖ উমিচাঁদ ⓘ লর্ড ক্লাইভ উ. (ঘ)

৭৭. সিরাজউদ্দৌলা কার পরামর্শে কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছে?
ⓚ অমাত্যবর্গের ⓚ মিরজাফর ⓖ ঘসেটি বেগম ⓘ মানিকচাঁদ উ. (ক)

৭৮. শওকতজঙ্গের মায়ের নাম কী?
ⓚ ঘসেটি বেগম ⓚ মায়মুনা বেগম ⓖ আমিনা বেগম ⓘ শাহ বেগম উ. (খ)

৭৯. সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের আক্রোশের কারণ কী ছিল?
ⓚ পারিবারিক ⓚ রাজনৈতিক ⓖ সম্পত্তিগত ⓘ রাজমাতা হওয়া উ. (খ)

৮০. হলওয়েল পেশায় ছিলেন?
ⓚ উকিল ⓚ ডাক্তার ⓖ সেনাপতি ⓘ ব্যবসায়ী উ. (খ)

৮১. সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
ⓚ কমর বেগ ⓚ উমর বেগ ⓖ মানিকচাঁদ ⓘ রাইসুল জুহলা উ. (ঘ)

৮২. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে চরিত্র সংখ্যা কয়টি?
ⓚ প্রায় ত্রিশটি ⓚ প্রায় চল্লিশটি ⓖ প্রায় পঞ্চাশটি ⓘ প্রায় ষাটটি উ. (খ)

৮৩. এডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে?
ⓚ ওয়াটস ⓚ ক্লাইভ ⓖ লুসিংটন ⓘ ক্রেটন উ. (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৮৪. বিদ্রোহী শওকতজঙ্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিরাজউদ্দৌলা কাকে পাঠান?
(ক) মিরজাফরকে (খ) রাজবল্লভকে (গ) মিরমর্দানকে (ঘ) মোহনলালকে উ: (ঘ)

৮৫. 'এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত, নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।' এ কথার মাঝে কী ফুটে উঠেছে?
(ক) প্রশান্তির প্রত্যাশা (খ) বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ
(গ) রাজনৈতিক উত্থানের অহমিকা (ঘ) যুদ্ধ জয়ের আকাঙ্ক্ষা উ: (ক)

৮৬. 'কী ব্যাপার বলাবাখা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন' বলে কে জলসায় প্রবেশ করল?
(ক) মিরজাফর আলি খান (খ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা
(গ) রাজা রাম (ঘ) কৃষ্ণবল্লভ উ: (খ)

৮৭. 'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই' কে, কাকে বলেছে?
(ক) উমিচাঁদ, হলওয়েলকে (খ) উমিচাঁদ, ক্রেটনকে
(গ) মানিকচাঁদ, ক্রেটনকে (ঘ) মানিকচাঁদ, হলওয়েলকে উ: (ক)

৮৮. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের উক্তিতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো–
(ক) কামান (খ) কলম (গ) দেশপ্রেম (ঘ) বারুদ উ: (গ)

৮৯. কে উমিচাঁদকে ঠকানোর ব্যবস্থা করেছে?
(ক) ক্লাইভ (খ) ক্রেটন (গ) ড্রেক (ঘ) হলওয়েল উ: (ক)

৯০. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান' সংলাপটি কার?
(ক) নবাব সিরাজের (খ) মিরজাফরের (গ) ক্লাইভের (ঘ) মিরনের উ: (ঘ)

৯১. নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরেজরা কাকে আশ্রয় দিয়েছিল?
(ক) ওয়ালি খান (খ) কৃষ্ণবল্লভ (গ) রাজবল্লভ (ঘ) উমিচাঁদ উ: (খ)

৯২. নবাবকে হত্যার বিনিময়ে অগ্রিম ৫ হাজারসহ মোট কত টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদি বেগ রাজি হয়েছিল?
(ক) ১০ হাজার টাকা (খ) ১৫ হাজার টাকা (গ) ৫ হাজার টাকা (ঘ) ২০ হাজার টাকা উ: (ক)

৯৩. 'ক্লাইভের গাধা' ও 'চিরকালের বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে পরিচিত কে?
(ক) উমিচাঁদ (খ) মিরন (গ) মিরজাফর (ঘ) রায়দুর্লভ উ: (গ)

৯৪. 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ বাক্যে 'প্রাণপণে' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) জান দিয়ে (খ) মনে মনে (গ) ইচ্ছানুযায়ী (ঘ) মোটামুটি উ: (ক)

৯৫. 'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই' ক্লাইভের এ উক্তিটির মূল কারণ হলো–
(ক) নবাব দুর্বল শাসক (খ) নিকটস্থরা প্রতারক (গ) প্রজারা নবাববিরোধী (ঘ) অস্ত্রশস্ত্রে অপরিপূর্ণ উ: (খ)

৯৬. ২৪ পরগনার বার্ষিক আয় কত?
(ক) চার লক্ষ (খ) ছয় লক্ষ (গ) আট লক্ষ (ঘ) দশ লক্ষ উ: (ক)

৯৭. 'জগৎশেঠ' উপাধি কে পান ?
(ক) মহতাবচাঁদ (খ) মানিকচাঁদ (গ) ফতেহ চাঁদ (ঘ) উমিচাঁদ উ: (গ)

৯৮. নবাবকে কার কোনো ভয় নেই?
(ক) ক্লাইভের (খ) উমিচাঁদের (গ) ওয়াটসের (ঘ) মিরজাফরের উ: (ক)

৯৯. দলিল সই করতে গিয়ে কার বুকের ভিতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল?
(ক) মিরজাফর (খ) মিরন (গ) ঘসেটি বেগম (ঘ) উমিচাঁদ উ: (ক)

১০০. নবাব সেনাপতি মোহনলাল মিরনের বৈঠকে আসার কারণ–
(ক) ইংরেজদের সাথে দেখা করতে (খ) ইংরেজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে
(গ) মিরনের সাথে দেখা করতে (ঘ) মিরনের বৈঠক তদারকি করতে উ: (ঘ)

১০১. পঠিত নাটকে 'জানানা সওয়ারি' হলো–
(ক) গুপ্তচর (খ) নাচনেওয়ালি
(গ) মিরনের আত্মীয়া (ঘ) ছদ্মবেশী ইংরেজ প্রতিনিধি উ: (ঘ)

১০২. উমিচাঁদ সিরাজের পতন চায় কেন?
(ক) শত্রুতার জন্য (খ) স্বার্থের জন্য (গ) উপার্জনের (ঘ) উপঢৌকন লাভের জন্য উ: (খ)

১০৩. মিরজাফরের বাড়িতে মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল–
(ক) ১৭৫৬ সালের ৩ জুলাই (খ) ১৭৫৬ সালের ১০ অক্টোবর
(গ) ১৭৫৭ সালের ১৯ মে (ঘ) ১৭৫৭ সালের ২০ জুন উ: (গ)

১০৪. কলকাতার ইংরেজদের ব্যবসা করার অনুমতি লাভের জন্য উমিচাঁদ মানিকচাঁদকে কত টাকা নজরানা দিয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে?
(ক) পাঁচ হাজার (খ) দশ হাজার (গ) বারো হাজার (ঘ) পনেরো হাজার উ: (গ)

১০৫. কার চক্রান্তে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়?
(ক) মিরনের (খ) মিরজাফরের (গ) উমিচাঁদের (ঘ) মোহাম্মদি বেগের উ: (ক)

১০৬. আলো দেখে বন্দি সিরাজ কী করেন?
(ক) আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন (খ) বাঁচার আশা ফিরে পান
(গ) মুক্তির পথ খুঁজে পান (ঘ) চমকে ওঠেন উ: (ঘ)

১০৭. ইংরেজরা কত সালে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম ক্রয় করে?
(ক) ১৬৯৫ (খ) ১৬৯৮ (গ) ১৭৫৭ (ঘ) ১৭৯৮ উ: (খ)

১০৮. 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছে।' ঘুষখোর ডাক্তার কে?
(ক) জর্জ (খ) ক্রেটন (গ) হলওয়েল (ঘ) ওয়াটস উ: (গ)

১০৯. শিখ ধর্মে বিশ্বাসী উমিচাঁদ কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
(ক) লাহোর (খ) পাটনা (গ) বাংলাদেশ (ঘ) মুর্শিদাবাদ উ: (ক)

১১০. মোহাম্মদি বেগ যখন কয়েদখানায় প্রবেশ করে তখন তার ডান হাতে কী ছিল?
(ক) দীর্ঘ মোটা লাঠি (খ) সরু দীর্ঘ লাঠি (গ) পিস্তল (ঘ) নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি উ: [illegible]

১১১. নবাবের নির্দেশে কোন কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে?
(ক) হুগলি (খ) মুর্শিদাবাদ (গ) কাশিমবাজার (ঘ) কাশিমপুর উ: [illegible]

১১২. 'আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।' 'ওয়াকিফহাল' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
(ক) অভিজ্ঞ (খ) অনভিজ্ঞ (গ) অল্প পরিসরে (ঘ) অধিক পরিসরে উ: [illegible]

১১৩. কোন একটি পথেই নবাব ও তাঁর সভাসদরা একত্র হতে পারে?
(ক) দেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করায় (খ) দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণে
(গ) দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় (ঘ) শত্রুকে ধ্বংস করার উ: [illegible]

১১৪. 'নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে।' নকল চিঠি পাঠানোর বুদ্ধিটা কার?
(ক) জগৎশেঠ (খ) মিরন (গ) রায়দুর্লভ (ঘ) রাজবল্লভ উ: [illegible]

১১৫. 'মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম' কার সংলাপ?
(ক) সিরাজউদ্দৌলার (খ) ঘসেটি বেগমের (গ) শওকতজঙ্গের (ঘ) মিরজাফরের উ: [illegible]

১১৬. ১৭৫৬ সালের কত তারিখে কলকাতার পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় আলিনগর?
(ক) ২৯ জুন (খ) ১৯ জুন (গ) ২৯ জুলাই (ঘ) ১৯ জুলাই উ: [illegible]

১১৭. আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার মূল কারণ কী?
(ক) ধর্মকে সাক্ষী রাখা (খ) ধর্মের নামে শুরু করা
(গ) নবাবের আজ্ঞাবহ হওয়া (ঘ) নবাবকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা উ: [illegible]

১১৮. কার লাঠির আঘাতে নবাব সিরাজের মৃত্যু ঘটে?
(ক) মিরনের (খ) নকিবের (গ) জনতার (ঘ) মোহাম্মদি বেগের উ: [illegible]

১১৯. 'আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই' উক্তিটি কার?
(ক) মোহনলালের (খ) সিরাজের (গ) মিরমর্দানের (ঘ) সাঁফ্রের উ: [illegible]

১২০. যে কারণে ঘসেটি বেগম সিরাজের পতন চেয়েছে–
(ক) রাজমাতা হওয়ার মানসে (খ) সিরাজের প্রতি পূর্বশত্রুতার কারণে
(গ) সিরাজ অত্যাচারী শাসক বলে (ঘ) সিরাজ তার ভাগ্নে বলে উ: [illegible]

১২১. কে প্রাণ ভয়ে কুকুরের মতো পালিয়েছে?
(ক) ওয়াটসন (খ) ওয়াটস (গ) রজার ড্রেক (ঘ) ক্লাইভ উ: [illegible]

১২২. মিরমর্দান কে?
(ক) নবাবের সেনাপতি (খ) ফরাসি সেনাপতি (গ) ইংরেজ (ঘ) ইংরেজদের দ্বাররক্ষক উ: [illegible]

১২৩. চন্দননগর কাদের অধিকৃত ছিল?
(ক) ফরাসিদের (খ) ডাচদের (গ) ইংরেজদের (ঘ) ওলন্দাজদের উ: [illegible]

১২৪. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নবাব সৈন্যের হাতে কে বন্দি হয়েছিল?
(ক) ক্রেটন এবং হলওয়েল (খ) ড্রেক এবং ক্লাইভ
(গ) ওয়াটস এবং হলওয়েল (ঘ) কিলপ্যাট্রিক এবং মার্টিন উ: [illegible]

১২৫. 'মহাকবি আলাওল' সিকান্দার আবু জাফরের কোন ধরনের রচনা?
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) কবিতা (ঘ) প্রবন্ধ উ: [illegible]

১২৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান–
(ক) ঘসেটি বেগমের বাড়ি (খ) নবাবের দরবার (গ) মিরজাফরের আবাস (ঘ) মিরনের আবাস উ: [illegible]

১২৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'তাম্রকূট' অর্থ কী?
(ক) তামাক (খ) বিড়ি (গ) জর্দা (ঘ) সিগারেট উ: [illegible]

১২৮. রাইসুল জুহালা কোথায় ছদ্মবেশে এসে নৃত্য পরিবেশন করেন?
(ক) নবাবের প্রসাদে (খ) ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
(গ) মিরজাফরের বাড়িতে (ঘ) ইংরেজদের ডেরায় উ: [illegible]

১২৯. 'আমার নালিশ আজ আমার বিরুদ্ধে' এটি কার সংলাপ?
(ক) ঘসেটি বেগমের (খ) রাজবল্লভের (গ) সিরাজউদ্দৌলার (ঘ) মিরজাফরের উ: [illegible]

১৩০. 'সিরাজ বাংলার নবাব- আমি তার প্রজা' উক্তিকারী ?
(ক) মিরজাফর (খ) ঘসেটি বেগম (গ) রায়দুর্লভ (ঘ) রাজবল্লভ উ: [illegible]

১৩১. কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন?
(ক) তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (খ) তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে
(গ) চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে (ঘ) চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উ: [illegible]

১৩২. 'Victory or death' সংলাপটি কে বলেন?
(ক) হলওয়েল (খ) ক্রেটন (গ) ওয়ালী খান (ঘ) জর্জ উ: [illegible]

১৩৩. ইংরেজরা নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও রাজা কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করেনি কেন?
(ক) ঘুষের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধির কারণে (খ) রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করার ইচ্ছা থেকে
(গ) নবাবের আদেশ অমান্য করবে বলে (ঘ) কৃষ্ণবল্লভ ইংরেজদের আত্মীয় বলে উ: [illegible]

১৩৪. ইউরোপীয়রা ভারতে এসেছিল কেন?
(ক) শাসন করতে (খ) বাণিজ্য করতে (গ) রাজনীতি করতে (ঘ) বসবাস করতে উ: [illegible]

১৩৫. আলিবর্দি খাঁর প্রকৃত নাম কী?
(ক) মির্জা আলি আকবর খান (খ) মুহাম্মদ আলি আকবর
(গ) মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ (ঘ) আলিবর্দি উ: [illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST MCQ

০১. '[illegible] বন্দী হয়ে থাকতে ভালো লাগে।' কাদের উদ্দেশ্য করে মিরন এ উক্তিটি করেছে?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) অমাত্যবর্গকে (ঘ) [illegible]

০২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে?
(ক) [illegible] (খ) ১৯৬০ (গ) ১৯৬৬ (ঘ) ১৯৬৭

০৩. '[illegible] মতো প্রাণ পর্যন্ত কেটে পড়ার জন্য কে তৈরি হচ্ছে?
(ক) [illegible] (খ) সিরাজউদ্দৌলা (গ) ক্লাইভ (ঘ) সৈন্যরা

০৪. [illegible] বিপুল ও আত্মত্যাগ [illegible] সেনাপতি ছিলেন?
(ক) [illegible] (খ) মিরজাফর (গ) মিরমর্দান (ঘ) মানিকচাঁদ

০৫. '[illegible] চেয়ে মহা শয়তান।' এখানে কাকে 'শয়তান' বলা হয়েছে?
(ক) [illegible] (খ) সিরাজউদ্দৌলাকে (গ) মিরমর্দানকে (ঘ) মোহাম্মদি বেগকে

০৬. '[illegible] একেবারে কালকেউটে।' মিরজাফর কাকে 'কালকেউটে' বলেছেন?
(ক) [illegible] (খ) মোহনলালকে (গ) সিরাজউদ্দৌলাকে (ঘ) উমিচাঁদকে

০৭. '[illegible] কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিয়ো না।' উক্তিটি কার?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) মোহনলালের (ঘ) সিরাজউদ্দৌলার

০৮. '[illegible] সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া।' কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে [illegible] উক্তি করেছেন?
(ক) [illegible] সন্ধির প্রেক্ষিতে
(খ) [illegible] কুঠি দখলের প্রেক্ষিতে
(গ) [illegible] পরাজিত হয়েও দম্ভ করার প্রেক্ষিতে
(ঘ) [illegible] দুর্গ দখলের প্রেক্ষিতে

০৯. '[illegible] কেঁপে উঠল।' মিরজাফরের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন?
(ক) [illegible] হওয়ায় (খ) পরাজিত হওয়ার বেদনায়
(গ) [illegible] জারি হওয়ায় (ঘ) নবাব ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যাওয়ায়

১০. '[illegible] অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।' এখানে 'ঘরের লোক' বলতে নবাব কাদেরকে বুঝিয়েছেন?
(ক) ঘসেটি বেগমকে (খ) অমাত্যবর্গকে (গ) আত্মীয়-স্বজনকে (ঘ) লুৎফুন্নিসাকে

১১. '[illegible]' গানটির রচয়িতা কে?
(ক) [illegible] (খ) কাজী মোতাহের হোসেন
(গ) সিকান্দার আবু জাফর (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

১২. '[illegible] কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ?' কাকে [illegible] করে নারান সিং একথা বলেছিল?
(ক) ক্লাইভকে (খ) ক্লেটনকে (গ) মিরজাফরকে (ঘ) মিরনকে

১৩. '[illegible] মনে ভয় জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।' ক্লাইভ কাকে উপদেশ দিতে গিয়ে এ উক্তিটি করেছিলেন?
(ক) সিরাজউদ্দৌলাকে (খ) রজার ড্রেককে (গ) ক্যাপ্টেন ক্লেটনকে (ঘ) মিরজাফরকে

১৪. সিকান্দার আবু জাফর নাট্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ কত সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' পান?
(ক) [illegible] সালে (খ) ১৮৬৬ সালে (গ) ১৯২৬ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে

১৫. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে স্বয়ং সিরাজ উপস্থিত কয়টি দৃশ্যে?
(ক) [illegible] দৃশ্যে (খ) চারটি দৃশ্যে
(গ) এগারোটি দৃশ্যে (ঘ) পাঁচটি দৃশ্যে

১৬. '[illegible]' শব্দের অর্থ কী?
(ক) জগতের অধীশ্বর (খ) জগতের টাকা আমানতকারী
(গ) আমানতকারী (ঘ) হিন্দু জমিদার

১৭. 'এই কলকাতাটাই একদিন আমাদের [illegible] পূর্ণ।' উক্তিটি কার?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) ওয়াটস (ঘ) ইংরেজ বণিকের

১৮. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য মোহাম্মদি বেগকে কত টাকা অগ্রিম দিতে হয়?
(ক) দুই হাজার (খ) পাঁচ হাজার (গ) দশ হাজার (ঘ) পনেরো হাজার

১৯. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উক্তিটি কার?
(ক) রোজার ড্রেকের (খ) ইংরেজ বণিকের (গ) ক্যাপ্টেন ক্লেটনের (ঘ) ওয়াটসনের

২০. কে ইংরেজদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন?
(ক) [illegible] (খ) উমিচাঁদ (গ) ঘসেটি বেগম (ঘ) মিরজাফর আলী খাঁ

২১. কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন?
(ক) মাত্র দুইশ (খ) মাত্র আড়াইশ (গ) মাত্র তিনশ (ঘ) মাত্র সাড়ে তিনশ

২২. মিরজাফরের [illegible] কে?
(ক) [illegible] (খ) উমর বেগ (গ) মানিকচাঁদ (ঘ) রাইসুল জুহালা

২৩. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কেন ওয়াটসকে দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন?
(ক) মুর্শিদাবাদের সন্ধির শর্ত অনুসারে (খ) [illegible] সন্ধির শর্ত অনুসারে
(গ) চন্দননগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে (ঘ) আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে

২৪. রবার্ট ক্লাইভের মতে এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক কে?
(ক) উমিচাঁদ (খ) জগৎশেঠ (গ) মিরজাফর (ঘ) ঘসেটি বেগম

২৫. উমিচাঁদের সাথে বেনামী অতিথি কে?
(ক) রাইসুল জুহালা (খ) [illegible] (গ) মিরন (ঘ) মিরমর্দান

২৬. মার্টিন ও কিলপ্যাট্রিক কোম্পানির কত টাকা বেতনের কর্মচারী?
(ক) ৫০ (খ) ৬০ (গ) ৭০ (ঘ) ৮০

২৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নতুন নবাব কে?
(ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা (খ) মিরজাফর (গ) [illegible] খাঁ (ঘ) ক্লাইভ

২৮. 'আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে নবাবের ইজারাদারি দিয়েছি' কাদের পরামর্শে নবাব ইজারাদারি দিয়েছিল?
(ক) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি (খ) নবাবের সেনাবাহিনীর
(গ) নবাবের পারিষদবর্গের (ঘ) নবাবের [illegible]

২৯. কার হঠকারিতার জন্য ইংরেজদের এ দুর্ভোগ?
(ক) ড্রেক (খ) ক্লেটন (গ) হলওয়েল (ঘ) [illegible]

৩০. 'ড্রামা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
(ক) লাতিন (খ) ফারসি (গ) গ্রিক (ঘ) তুর্কি

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৬. ক খ গ ঘ	২৭. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ

Answer

৩০.ক	২৯.ক	২৮.গ	২৭.খ	২৬.গ	২৫.ক	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.খ	২১.ঘ
২০.ক	১৯.গ	১৮.খ	১৭.ক	১৬.খ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.ঘ	১২.গ	১১.গ
১০.খ	০৯.গ	০৮.গ	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.গ	০৩.ক	০২.খ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. করুণ রস পরিবেশিত হয় কোন নাটকে?
০২. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় কাদেরকে?
০৩. নাটককে কীসের দর্পণ বলা হয়?
০৪. [illegible] পাগল হলেন কেন?
০৫. [illegible] বেগমকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায় কে?
০৬. নবাব সিরাজউদ্দৌলার আত্মত্যাগের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
০৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মূলভাব বিশ্লেষণ কর।
০৮. মিরজাফর চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
০৯. মোহাম্মদি বেগের কৃতঘ্ন আচরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
১০. রবার্ট ক্লাইভের ধূর্ত মানসিকতার পরিচয় দাও।

উত্তর :

০১. করুণ রস পরিবেশিত হয় ট্র্যাজেডিধর্মী নাটকে।
০২. হলওয়েল, ওয়াটস ও কলেটকে।
০৩. জীবনের।
০৪. টাকার শোকে।
০৫. মোহনলাল।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৭. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner